



পাবনার সাহিত্য
ও সাংস্কৃতিক
জগতের
স্মরণীয় যাঁরা

৩ পৃষ্ঠা

sompriti.pabna@gmail.com



যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ

সম্প্রীতি

বাংলাদেশ



sompriti.pabna



সম্প্রীতি বাংলাদেশ
প্রতি মাসের
১৪ তারিখ
প্রকাশিত হয়

‘অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে।/নির্মল করো উজ্জ্বল করো, /সুন্দর করো হে।/জাঘত করো, উদাত করো, /নির্ভয় করো হে।/মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে।/অন্তর মম বিকশিত করো, /অন্তরতর হে।/যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, /মুক্ত করো হে বন্ধ, /সঞ্চার করো সকল কর্মে/শান্ত তোমার হৃদ।/চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, /নন্দিত করো, নন্দিত করো, /নন্দিত করো হে।/অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে।’

তৃতীয় বর্ষ • সংখ্যা ৬ • ৩১ বৈশাখ ১৪৩৩ • ঢাকা বৃহস্পতিবার • ১৪ মে ২০২৬ • ২৬ জিলকদ ১৪৪৭ হিজরি • পৃষ্ঠা ৮ • ১০ টাকা

বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে
বাংলাদেশকেও
বিদ্যুৎ উৎপাদনে
পারমাণবিক শক্তির
দিকে ঝুঁকতে হবে।

পরিষ্কার, নির্ভরযোগ্য ও টেকসই
উন্নয়নের জন্য পারমাণবিক শক্তি
হতে পারে বাংলাদেশের
জ্বালানি ভবিষ্যতের শক্তি উৎস।



নিরাপদ ও
নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ



পরিবেশবান্ধব
ও কম দূষণ



অর্থনৈতিক
উন্নয়নে সহায়ক



উন্নয়ন প্রজন্মের
জন্য টেকসই শক্তি

পারমাণবিক শক্তি : টেকসই উন্নয়নের শক্তি

বিশেষ প্রতিবেদন

জ্বালানি বিপর্যয়ে আশার আলো রূপপুরের পারমাণবিক বিদ্যুৎ

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

মধ্যপ্রাচ্য সংকট এবং ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতায় বিশ্বজুড়ে জ্বালানি তেলের তীব্র সংকটে বাংলাদেশও এখন বড় রকমের বিপর্যয়ে। এই সংকট শুধু জ্বালানি তেলকেন্দ্রিক নেই, বরং তা আরও নানা পর্যায়ে প্রভাব ফেলেছে। এরইমধ্যে ব্যবসা-

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

জনবল মিললেই সচল হবে ৪৩ ট্রেন ও ৬৭ স্টেশন

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের ৬৭টি স্টেশন বন্ধ রয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে। এইসঙ্গে বন্ধ রয়েছে ৪০টি লোকাল ও মেইল ট্রেন। ২২ মাস ধরে বন্ধ রয়েছে আন্তঃদেশীয় মৈত্রী, মিতালী ও বন্ধন এক্সপ্রেস ট্রেন। স্টেশন বন্ধ রয়েছে জনবল সংকটে, ট্রেনগুলো বন্ধ রয়েছে জনবলের পাশাপাশি ইঞ্জিন ও বগি সংকটে। তবে এই সংকট দূর করা হলেই সচল হতে পারে ৪৩ ট্রেন ও ৬৭ স্টেশন। পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ে সূত্রে জানা গেছে, পাবনার পাকশী ও লালমনিরহাট রেল বিভাগের অধীনে থাকা ২৭৩টি স্টেশনের মধ্যে ৬৭টি স্টেশন পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। ইঞ্জিন ও বগি সংকটে বন্ধ রয়েছে ৪০টি লোকাল ও মেইল ট্রেন। আন্তঃদেশীয় মৈত্রী, মিতালী ও বন্ধন এক্সপ্রেসের চলাচলও ২২ মাস ধরে বন্ধ আছে। এতে করে বিপাকে রয়েছেন নিয়মিত কয়েক লাখ যাত্রী। সূত্রের তথ্যানুযায়ী, রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলে স্টেশন মাস্টার, সহকারী স্টেশন মাস্টার, প্র্যাটিফরম মাস্টার, কেবিন স্টেশন মাস্টারের পদ রয়েছে ৯৭৫ জন।

পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ে

এর মধ্যে কর্মরত রয়েছেন মাত্র ৩৩৩ জন। স্টেশন মাস্টারের পদ শূন্য রয়েছে ৬৪২টি। গার্ড পদের ২৩৫ জনের মধ্যে কর্মরত রয়েছেন ২০২ জন, গেটকিপার পদে ৬৫৪ জনের মধ্যে আছেন ১৬৩ জন,

পয়েন্টসম্যান ৯৩৬ জনের মধ্যে রয়েছেন ৬৫৪ জন। সবমিলিয়ে মোট জনবলের ৫৫ ভাগ শূন্য অবস্থায় রয়েছে।

পাকশী রেলওয়ে বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, জনবল সংকটের কারণে পশ্চিমাঞ্চলের পাকশী বিভাগের ৫৬টি পুরোপুরি ও ২টি স্টেশন আংশিক বন্ধ আছে। লালমনিরহাট

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১



৬৫ বছর পূর্তি

পাবনা প্রেসক্লাবের বর্ণাঢ্য উৎসব

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

৬৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঐতিহ্যবাহী পাবনা প্রেসক্লাব বর্ণাঢ্য আয়োজনে তিনদিন ব্যাপী নানা কর্মসূচি পালন করেছে। কর্মসূচি অনুযায়ী ১ মে ক্লাব মিলনায়তনে কেককটে ও মিষ্টিমুখ করে আয়োজনের উদ্বোধন করা হয়। দ্বিতীয় দিন ২ মে সকালে ক্লাব চত্বর থেকে বর্ণাঢ্য

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

রূপপুরের পারমাণবিক চুল্লিতে চলছে ইউরেনিয়াম লোডিং আগস্টে বিদ্যুৎ পাওয়ার আশা

■ আহমেদ হুমায়ুন কবির তপু

রূপপুরের বিদ্যুৎ কেন্দ্রে চলছে পারমাণবিক জ্বালানি ইউরেনিয়ামের লোডিং। এই লোডিং চলবে টানা আরও প্রায় একমাস। তারপর শুরু হবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রক্রিয়া। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, আগামী আগস্টে এই প্রকল্প থেকে জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হতে পারে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে গত ২৮ এপ্রিল কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থায় এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে আনুষ্ঠানিকভাবে জ্বালানি লোডিং কার্যক্রম শুরু হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম এবং রাশিয়ার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীসহ উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে এই কার্যক্রমের

এরপর পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

প্রাকৃতিক বিপদসহ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সংকট

দুই মাসের সতর্ক সংকেত

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

তিন বিপদের মাঝে অবস্থান করছেন দেশের মানুষ। এরমধ্যে রয়েছে ভয়াবহ তাপপ্রবাহ, বজ্রপাত, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সংকট। অন্তত দুই মাস পর্যন্ত এই বিপদগুলোকে মোকাবিলা করতে হবে সবাইকে। এরইমধ্যে বজ্রবৃষ্টি, ঝড় এবং ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপপ্রবাহের শিকার হলেও এ থেকে কিছুটা মুক্তি পেতে দুই থেকে তিনমাস পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে। আবহাওয়া বিভাগের তথ্যানুযায়ী, সামনে তিন বিপদ আরও বেশি মাত্রায় আঘাত হানতে পারে। বিশেষ করে পাবনাসহ উত্তরাঞ্চলের মানুষকে সবচেয়ে বেশি এর শিকার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওশেনিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (নোয়া) সাম্প্রতিক এক বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, ২০২৬ সালে প্রশান্ত মহাসাগরের

তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে কখনো তীব্র গরম, আবার হঠাৎ বজ্রঝড় দেখা দিতে পারে। এর ব্যাখ্যায় বিজ্ঞান সাময়িকী আর্থ সিস্টেমস অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট- প্রকাশিত ‘রোল অব

পলিউট্যান্টস অন দ্য বাইমোডাল লাইটনিং ডিস্ট্রিবিউশন ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক গবেষণায় বলা হয়েছে, বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণা

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪



মাটি ও মানুষের সংগ্রামে
সম্প্রীতি কে শুভেচ্ছা



DCH TRUST
Dhaka Community Hospital Trust

DHAKA COMMUNITY HOSPITAL TRUST
190/1 BORO MOGHBAZAR, WIRELESS RAIL GATE, DHAKA-1217

এস.বি ০০০/৫২



বৃহস্পতিবার
১৪ মে ২০২৬



‘অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে।/ নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে।/ জাতিত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে।/ মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে।/ অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে।/ যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ।/ চরণপাশে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে।/ অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।’



১. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শোভাযাত্রা; ২. শহীদ মিনার এলাকায় সম্মিলিত আয়োজন; ৩. পাবনা কলেজের পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের আলোচনা অনুষ্ঠান; ৪. আটঘড়িয়ায় শোভাযাত্রা; ৫. বনমালী শিল্পকলা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান

নানা আয়োজনে বর্ষবরণ উৎসব উদযাপন

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

পাবনায় নানা আয়োজনে উৎসবমুখর পরিবেশে পহেলা বৈশাখ শুভ নববর্ষ ১৪৩৩ উদযাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠনসহ সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে এদিন বর্ণিল শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, হালখাতাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা করা হয়। [রবিন হুবি : ৬-এর পাঠ্য]

কর্মসূচি অনুযায়ী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। এডওয়ার্ড কলেজ ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে। এই কলেজ মাঠে স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বোতারের উদ্যোগে রুচি বৈশাখী কনসার্ট উৎসবে গান পরিবেশন করে দর্শক মাতান জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী নগরবাউল জেমস, ইমরান মাহমুদুল, ঐশীসহ ম্যাজিক বাউলিয়ানা-২০২৫-এর প্রথম সেরা তিন শিল্পী। নৃত্য পরিবেশন করে মন্দিরা চক্রবর্তী ও সোহাগ নৃত্য দল। জনসমুদ্রে পরিণত হওয়া এ উৎসবে বক্তব্য দেন স্কয়ার গ্রুপের পরিচালক ও মাছরাঙা টেলিভিশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা অঞ্জন চৌধুরী পিফু। শুভেচ্ছা জানান, পাবনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, পাবনা-২ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট একেএম সেলিম রেজা হাবিব, জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম, জেলা পরিষদ প্রশাসক যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা জহুরুল ইসলাম বিপ্লব, পুলিশ সুপার আনোয়ার জাহিদ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর শিবজিত নাগ, পাবনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতার, সম্পাদক জহুরুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি এবিএম ফজলুর রহমান, সাবেক সম্পাদক আখিনুর ইসলাম রেমন প্রমুখ।

গণশিল্পী সংস্থা : গান আর শুভেচ্ছা বিনিময়ে আনন্দমুখর পরিবেশে বাংলা নববর্ষকে বরণ করেছে পাবনা গণশিল্পী সংস্থা। কর্মসূচি অনুযায়ী এদিন এআর কর্নার মার্কেটের তৃতীয় তলায় সংগঠনের নিজস্ব কার্যালয় চত্বরে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পাশাপাশি কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে ‘পুরনো হিসাব হোক শেষ, নতুন-এ থাকুক আনন্দের রেশ’ শীর্ষক শুভ হালখাতা নামে একটি স্টল রাখা হয়। অনুষ্ঠানে খিচুরি, সরিষা ইলিশ, পটল ভাজা, আচার সহযোগে অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয়। গণশিল্পী সংস্থার সহ-সভাপতি ডা. রাম দুলাল ভৌমিক, উজ্জ্বল কুমার সাহা, অ্যাডভোকেট মোসফেকা জাহান কণিকা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক নূর উজ্জামান খোকন, বিপ্লব ভৌমিক, ভাস্কর

চৌধুরী, সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম দাউদ, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাবেক সভাপতি ফরিদুল ইসলাম খোকন, সিনিয়র সাংবাদিক কৃষ্ণ ভৌমিকসহ শহরের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক-নাট্য ও সামাজিক সংগঠকরা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। কলেজের পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ : পাবনা কলেজের পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে আনন্দঘন পরিবেশে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদযাপন করা হয়। বৈশাখী সাজে সজ্জিত হয়ে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশ নেয় জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত বৈশাখী শোভাযাত্রায়। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়োজনে চিত্রাংকন, কুইজ ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন প্রতিষ্ঠানের সহকারী প্রধান শিক্ষক মাহমুদুল হক ও অন্যান্য শিক্ষকরা।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় : পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে বাংলা নববর্ষ উদযাপন করেছে। সকাল ৯টায় ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বর্ণিল বৈশাখী শোভাযাত্রা বের করা হয়। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বৈশাখী স্টল করা হয়েছিল। স্টলগুলোতে গ্রামীণ ঐতিহ্যের বিভিন্ন রকমের পিঠা, পুলি, পান্তা, ইলিশ ছাড়াও নানা খাবারের আয়োজন ছিল।

সম্মিলিত আয়োজন : পহেলা বৈশাখের ভাৱে পাবনার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে জাতীয় রবীন্দ্র সংগীত সম্মিলন পরিষদ, গণশিল্পী সংস্থা, ইছামতি থিয়েটার, জন্মভূমি বহুমুখী বাউল ক্লাব, আবৃত্তি সংসদ ও সম্মিলিত বাউল সংগঠন পাবনা সম্মিলিতভাবে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে মূল আলোচক ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক আবদুল মতীন খান। ইছামতি থিয়েটারের পরিচালক ভাস্কর চৌধুরীর সম্বলনায় নবীণ ও প্রবীণ শিল্পীদের এ প্রাণবন্ত মিলনমেলায় জাতীয় সংগীত, শিশুদের আবৃত্তি ও বৈশাখের গান পরিবেশন করা হয়। এ সময় সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ও শিক্ষক আবুল কাশেম, আবদুল হাসনাত হান্নান, ইয়াহার আলী, আতিয়ার রহমান বেলাল, সিরাজুল ইসলাম সিজা, বাহু পরামানিক। তবলায় ছিলেন হাবলু অধিকারী। আবৃত্তিতে অংশ নেয় জারিন, আকিফ আইরানাজাত, তিহান, প্রত্যয়, প্রাচ্য, তাসফিক, স্বপ্ন, মুনতাসির প্রমুখ। এছাড়া আরও অনেক সংগঠন এদিন নানা কর্মসূচি পালন করে। পাবনার সব উপজেলায়ও স্থানীয় উদ্যোগে বৈশাখী কর্মসূচি পালন করা হয়।

জ্বালানি বিপর্যয়ে আশার আলো

প্রথম পৃষ্ঠার পর : বাণিজ্য, বিদ্যুৎ, দ্রব্যমূল্য এবং সামাজিক নানা ক্ষেত্রে গুরুতর রকমের নেতিবাচক প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে। শুধু বাংলাদেশ নয়, গোটা বিশ্বই কম-বেশিভাবে এই পরিস্থিতির শিকার। তবে বিপর্যয় সামলাতে বিশেষ করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে অনেক দেশই এখন পারমাণবিক শক্তির দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছে।

আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার ওয়েবসাইটের হালনাগাদ তথ্যানুযায়ী, তেলের দাম বৃদ্ধি এবং সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পারমাণবিক বিদ্যুৎ নিয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করছে। বেলজিয়াম পারমাণবিক শক্তিতে বিনিয়োগ শুরু করেছে। ইতালি পরমাণু শক্তির ওপর দীর্ঘদিনের নিষেধাজ্ঞা বাতিলের খসড়া তৈরি করেছে এবং সুইডেন চার দশকের পুরোনো পারমাণবিক প্রযুক্তি ত্যাগের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে। যুক্তরাজ্যের মতো দেশও নতুন পারমাণবিক প্রকল্পগুলো দ্রুত এগিয়ে নেওয়ার জন্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শিথিল করেছে।

তথ্য বলছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ নিরাপত্তা নিশ্চিতের পারমাণবিক শক্তিকে একটি নির্ভরযোগ্য দীর্ঘমেয়াদী সমাধান হিসেবে দেখছে বিশ্ব। বিশেষত বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকট, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে পারমাণবিক বিদ্যুতের দিকে ঝোঁক তৈরি হয়েছে। এর সবচেয়ে বড় কারণ হলো, জীবাশ্ম জ্বালানির (কয়লা, তেল) তুলনায় পারমাণবিক শক্তির কার্বন-নিরপেক্ষ এবং বায়ু দূষণতা প্রায় শূন্য। ফলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং ডেটা সেন্টারের জন্য নিরবচ্ছিন্ন ও বিপুল পরিমাণ বিদ্যুতের প্রয়োজন মেটাতে টেক জায়ান্টরাও এখন পারমাণবিক শক্তিতে বিনিয়োগ করছে। তাছাড়া মাত্র ৩ গ্রাম ইউরেনিয়াম থেকে ১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুত কেন্দ্রের তুলনায় পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচও কম এবং জ্বালানি পরিবহন খরচও অনেক সস্তায়। ফলে বর্তমান বাস্তবতায় উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় ধরনের রাষ্ট্রই এখন পরমাণু বিদ্যুতের দিকে ঝুঁকছে। প্রায় ৪০টি দেশ এখন পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে ঈশ্বরদীর রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এখন বর্তমান বিপর্যয়ে নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে। ওয়ার্ল্ড নিউক্লিয়ার অ্যাসোসিয়েশন এবং আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার মতে, পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে কোনো ফিনহাউস গ্যাস নির্গত হয় না। এটি একটি পরিচ্ছন্ন জ্বালানির উৎস হিসেবে বিবেচিত। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলা এবং ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মেটানোর জন্য বিশ্বজুড়ে পরমাণু শক্তিকে একটি নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন ও টেকসই বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। সূত্রের তথ্য বলছে, বর্তমান বাস্তবতায় এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছোট-বড় পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত এক দশকে বিশ্বব্যাপী চালু হওয়া মোট ৬৮টি চুল্লির মধ্যে ৫৬টিই এশিয়ার দেশগুলোতে নির্মিত হয়েছে। বাংলাদেশও এখন এই কাতারে शामिल হওয়ার কাছাকাছি চলে এসেছে।

আশার আলো রূপপুর : এরইমধ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (বায়েরা) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটে জ্বালানি লোডিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমিশনিং লাইসেন্স প্রদানের কাজ সম্পন্ন করেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহের পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে গত ১৬ এপ্রিল বায়েরা চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ড. এম মঈনুল ইসলামের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে এই কমিশনিং লাইসেন্স এবং সংশ্লিষ্ট পারসোনাল অথরাইজেশন হস্তান্তর করেন। এ সময় বায়েরা চেয়ারম্যান আশা প্রকাশ করেন, সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই পূর্ণ সক্ষমতায় ধাপে ধাপে জাতীয় গ্রিডে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হবে।

তিনি আরও বলেন, ‘এর আগে ৭ এপ্রিল প্রথম ইউনিটে জ্বালানি (ইউরেনিয়াম) লোডিং উদ্বোধনের জন্য মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিলেও কিছু ট্রিকিউলার ইস্যু সামনে আসে। সেগুলো সমাধানের জন্য সময় দেওয়া হয়। এই প্রকল্প চালু হতে দেরি হওয়ায় দেশের ক্ষতি হচ্ছে- এটাও বিবেচনা করা হয়। তবে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই লোডিংয়ে বিলম্ব হয়েছে। এরপর পজিশন ভালো হওয়ায় প্রথম ইউনিটে ফ্যুয়েল লোডিংয়ের (কমিশনিং) বিষয়ে সবাই একমত হওয়ায় লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।’ তিনি জানান, নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেডকে অপারেটর হিসেবে অথরাইজেশন দেওয়ার পাশাপাশি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেডের (এনপিসিবিএল) ৫২ জনকে পার্সোনাল লাইসেন্সও প্রদান করেছে।

প্রসঙ্গত, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতে একটি যুগান্তকারী সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কেন্দ্রটির প্রথম ইউনিটে জ্বালানি লোডিং কার্যক্রম শুরু হওয়ার মাধ্যমে দেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পথে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জিত হতে যাচ্ছে।

সংরক্ষিত নারী আসনে

শেষের পৃষ্ঠার পর : সবাই। আরিফা সুলতানা রুমা বলেন, ‘ওয়ান ইলেভেন থেকে রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামে মাঠে ছিলাম। দলের দুর্দিনে নানা মেরুক্রম হয়েছে। কিন্তু আমার ঠিকানা ছিল বিএনপি ও জিয়া পরিবার। দলের জন্য কখনও কোথাও আপস করিনি। নারী জাগরণের অগ্রদূত ও সাবেক সফল প্রধানমন্ত্রী মরহুমা খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে আন্দোলন করছি। পরে নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ও বিনোদিত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বেও আন্দোলন সংগ্রাম করছি। তাই সংরক্ষিত নারী এমপি প্রার্থী হিসেবে দল আমাকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেয়ার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আশা করছি দলকে আরও সুসংগঠিত করতে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি এলাকার উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবো।

দুই মাসের সতর্ক

প্রথম পৃষ্ঠার পর : (ডাস্ট) ও সালফেটের উপস্থিতি বজ্রপাত বৃদ্ধির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। দুর্ঘোণ বিশেষজ্ঞ ও আবহাওয়াবিদের মতে, তাপমাত্রা বৃদ্ধির পাশাপাশি বায়ুদূষণের কারণেও বাংলাদেশে বাড়ছে বজ্রপাত। তাপ বেশি হলে মেঘে কেমিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল প্রোপার্টি বেড়ে যায়। এতে যেমন বজ্রপাত বাড়ে, আবার বায়ুদূষণ বাড়লে বাতাসে কার্বন-ডাই অক্সাইডসহ বিদ্যুৎ পরিবাহী বিভিন্ন কণার পরিমাণ অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। এতে বজ্রপাত বাড়ে। তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষকরা দেখেছেন, এপ্রিল-মে মাসে ভারত ও পাকিস্তান থেকে আসা পশ্চিমা বাতাসের কারণে বাংলাদেশের বায়ুতে ধূলিকণা ও সালফেটের পরিমাণ বেড়ে যায়, যা মেঘের গঠন ও বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন এনে বজ্রপাতের ঝুঁকি বাড়ায়। এ সময়টিই বজ্রপাতের ‘প্রথম শিখর’। দ্বিতীয় শিখর আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বরে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের হিসাবে, প্রায় ৬২ শতাংশ বজ্রপাত এই স্বল্পস্থায়ী প্রাক-বর্ষা মৌসুমেই ঘটে, যা সরাসরি কৃষিকাজের সময়ের সঙ্গে মিলে যায়। ফলে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে পড়ছেন কৃষক ও জেলেরা। পরিসংখ্যান বলছে, বজ্রপাতে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রায় ৮০ শতাংশই বাইরে কাজ করা মানুষ। গ্রামীণ এলাকায় ঝুঁকি শহরের তুলনায় প্রায় নয়গুণ বেশি। ধান কাটা, মাছ ধরা বা পশুপালনের মতো জীবিকাভিত্তিক কাজে নিয়োজিত অবস্থাতেই অধিকাংশ প্রাণহানি ঘটে। তাপ প্রবাহের ব্যাপারে গবেষণা তথ্যে বলা হয়েছে, আগামী জুন পর্যন্ত দেশে গরম বাড়বে। আবহাওয়াবিদরা ইঙ্গিত দিয়েছেন, চলতি মাস থেকে আগামী জুন মাসের মাঝে মোট হয় থেকে আটটি তাপপ্রবাহ হতে পারে এবং এর মাঝে তিন থেকে চারটি হতে পারে তাপপ্রবাহ।

এদিকে জ্বালানি সংকটসহ নানা কারণে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। তাপমাত্রা না কমলে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হওয়ার তেমন কোনো আশা নেই। পূর্বাভাস মিলছে। সম্প্রতি পানায় নেসকোর এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, জেলা শহরে প্রতিদিন বিদ্যুতের চাহিদা ৪১ থেকে ৪৭ মেগাওয়াট। সেখানে সরবরাহ করা হচ্ছে ১৭ থেকে ২২ মেগাওয়াট। পাবনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ সূত্রে জানা গেছে, তাদের আওতাধীন এলাকায় প্রতিদিন বিদ্যুতের চাহিদা ৯৭ মেগাওয়াট। সেখানে সরবরাহ পাওয়া যাচ্ছে ৭৫ থেকে ৮০ মেগাওয়াট। ফলে বিভিন্ন এলাকায় লোডশেডিং হচ্ছে। নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, এ অবস্থায় কৃষি এলাকায় ভাগ ভাগ করে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। আগাম ঘোষণা দিয়ে এই পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করার চাষাবাদে সমস্যা হচ্ছে না।

সারাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিপিডিবি সূত্র জানিয়েছে, জ্বালানি সংকটের কারণে সামনে ‘ভয়াবহ’ লোডশেডিং হওয়ার আশঙ্কা নেই; তবে সামান্য প্রভাব পড়তে পারে। গ্যাসের সরবরাহ চাহিদামাফিক থাকলে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্যে বিদ্যুৎ দেওয়া যেতো। সূত্র জানায়, বর্তমানে দৈনিক ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস প্রয়োজন হলেও পাওয়া যাচ্ছে ৯০০ মিলিয়নেরও কম। ফলে পরিস্থিতি মোকাবিলায় কয়লাভিত্তিক উৎপাদন বাড়াবার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এছাড়া যদি গ্যাসের সরবরাহ কোনোভাবেই না বাড়ে, তবে বিকল্প হিসেবে তেলভিত্তিক উৎপাদন বাড়ানো হবে। তবে ফার্নেস অয়েলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় তেলভিত্তিক উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে। তাই আপাতত সেখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন নির্দিষ্ট পরিমাণে করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, আটটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুত কেন্দ্রের মোট উৎপাদন সক্ষমতা ৭,০০৩ মেগাওয়াট। এর মধ্যে একমাত্র ৫২৪ মেগাওয়াট সক্ষমতার বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুত কেন্দ্র বাদে বাকি সাতটি কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লার পুরোটাই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। মূলত ইন্দোনেশিয়া, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কয়লা আনা হলেও আমদানির বড় অংশই আসে ইন্দোনেশিয়া থেকে। সশস্ত্রী জ্বালানি হিসেবে কয়লা সমাদৃত হলেও ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা ও যুদ্ধের প্রভাবে এর দাম এখন আকাশচুম্বী। কয়লার মূল্যের পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে বেড়েছে জাহাজ ভাড়াও। মূলত কয়লার আকাশচুম্বী দাম, ফার্নেস তেলের বাড়তি দাম এবং এলএনজির বাজারে অস্থিরতা না কাটায় জ্বালানি ক্ষেত্রে ত্রিমুখী সংকট চলছে। এ কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ যেমন বেড়েছে, তেমনি সরবরাহের ঘাটতি জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

প্রিয় স্বজন

‘সম্প্রীতি’তে আমরা অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করতে চাই। এ জন্য সবার সক্রিয় অংশ গ্রহণকে আমরা খুবই মূল্যবান বলে মনে করি। সম্প্রীতি হয়ে উঠুক আপনার মুখপত্র, সম্প্রীতি গড়ে তোলার অপরিহার্য আপনার ভূমিকাও, ‘সম্প্রীতি’র সঙ্গে থাকুন- এটাই আমাদের আন্তরিক কামনা। সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা- সম্প্রীতি সম্পাদনা পর্যদের পক্ষে-

অধ্যাপক শিবজিত নাগ

সম্প্রীতি বাংলাদেশ পর্যদ

অধ্যাপক আবু রহিস, ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, অধ্যাপক আতাহার আলী, সাকিব লোহানী, জাহিদ হায়দার, জাহাঙ্গীর আলম মুকুল, শাহনেওয়াজ খান স্বপন, ড. সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক, মোসতাজা সতেজ, আমিরুল ইসলাম রাভা, আখতারুজ্জামান আখতার, মতিনুল হাসান মতিন, হা-মীম আবদুস সবুর, আখিনুর ইসলাম রেমন, কামাল সিদ্দিকী, আবদুর রশীদ, ডা. রাম দুলাল ভৌমিক, ডা. ফারহানা নীলা, অধ্যাপক মালা মাহবুব, ড. আফরোজা পারভীন, ডা. নূর উজ জামান খোকন, অ্যাডভোকেট মোসফেকা জাহান কণিকা, বৃথা রায় দীপা, মধুমিতা মৈত্র, নাজিম উদ্দিন সরদার খোকা, অঞ্জন রায়, খোন্দকার আবদুল বাতেন আলোক।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি অধ্যাপক শিবজিত নাগ

সম্পাদনা পর্যদ
আবুল হোসেন খোকন
শ্যামল দত্ত
শুচি সৈয়দ

ফটো সম্পাদক
এস এম গোর্কি

শিল্প নির্দেশক
শিল্পী মোমিন উদ্দীন খালেদ

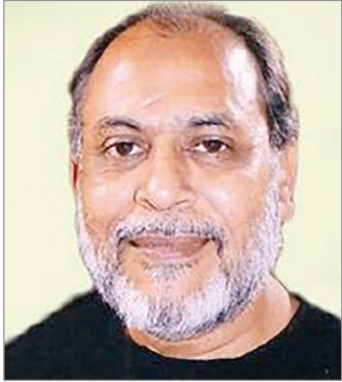
গ্রাফিক্স ডিজাইন
মাসুদ রানা
নাজমুস সায়াদ
খালেদ জাবের

প্রকাশনা সহযোগী
রনজু হোসেন

সম্পাদক ও প্রকাশক ইয়াসমিন হোসেন কর্তৃক রাইয়ান প্রিন্টার্স, ২৭৭/২এ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, নিউমার্কেট, ঢাকা- ১২০৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
মোবাইল : ০১৯৭১-৮৬৯৮৯৭, ০১৭২৭-২৮২২৮৫
পাবনা অফিস : মিডিয়া সেন্টার, ৫ম তলা (লিফটের ৪), হাজী আক্তারুজ্জামান টাওয়ার, আবদুল হামিদ সড়ক, পাবনা।

ই-মেইল

sompriiti.pabna@gmail.com
ওয়েবসাইট
https://sites.google.com/view/sompriiti
ব্লগ
https://sompriitibangladesh.blogspot.com
ইউটিউব
https://www.youtube.com/@sompriitibd
e-mail : sompriiti.pabna@gmail.com
facebook : sompriiti.pabna



মোসতাজা সতেজ

এদেশের প্রাচীন একটি জেলার নাম পাবনা। এ জেলায় রয়েছে ঐতিহাসিক কালপূর্ব। এর মধ্যে ১৯০১ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সময়ে যারা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গণে অবদান রেখেছেন, তাঁদের অনেকেই স্মরণীয় হয়ে আছেন। বিস্মরণে চলে গেছেন অনেকেই। সৃজন জীবনে ইতিহাস দর্পণে স্বরূপ হয়ে আছেন কেউ কেউ, তাঁদের সৃষ্টি বৈচিত্র্য বিস্মরণকে জয় করে আমাদের জীবন যাপনের মধ্যে বেঁচে আছেন। ইতিহাসের প্রতিকৃতি হয়ে আছেন রাধারমণ সাহা। গত দু’শতকে এ জেলায় প্রতিভার বান ডেকেছিল। শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির ধারায় কিছুটা নতুন চিন্তার উন্মেষ ঘটে। গড়ে ওঠে অনেক টিভি তারকা ও সঙ্গীত শিল্পী। তারই তরঙ্গের আঘাতে যুগ আনন্দ ও যন্ত্রণাকে চিহ্নিত করা যায়। গত একশ বছরে পদ্মা-যমুনা গড়িয়ে গেছে অনেক ঘোলা পানি। নানা কারণে এ জেলা ত্যাগ করা সৃজনশীল ও শিল্পী পরিবার বিভিন্ন শহরে বসতি স্থাপন করেন। তাই তাঁদের বসতবাড়ির স্মৃতি পরবর্তী প্রজন্মের মন থেকে কিছুটা ধূসর হয়ে গেছে। গুণীজনদের জন্ম ও মৃত্যুর কাল পর্বকে জেলা ভিত্তিক গভীর মধ্যে বেধে প্রতিভা প্রবণতা নিয়ে সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরা কিছুটা জটিল ও দুর্লভ প্রয়াস। সমাজবদ্ধ মানুষের ধারাবাহিক ইতিহাস না থাকায় খ্যাতিমানদের অনেক নামই ম্লান হয়ে গেছে। ১৯৭৬-এ কবি সাহিত্যিকদের নিয়ে একটা তালিকা তৈরির প্রচেষ্টা চালান মোহাম্মদ কামরুজ্জামান। তাঁর লেখায় গত কুড়ি শতকের সঞ্চিত ঐতিহ্য বৈশিষ্ট্য পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব উত্তরকালের মধ্যে নিগুঢ় ভাবে নির্বেদিত। যা দিয়েছেন তার দাম অপরিণীম। বহুমান্বিত প্রতিভার মেলবন্ধনে পাবনা নামে চরিত্রাভিধান গ্রন্থ (২০১৩) প্রকাশ করেছেন মহিউদ্দিন ভূঁইয়া। এতে অনেকটা পূরণ হয়েছে। এই নিবন্ধে পাবনা জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রতিভাধর ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা গত হয়েছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করা হলো। একজন লেখক বা সাংস্কৃতিক কর্মীর জীবনী এবং সৃজন কর্ম বিশ্লেষণের একটা রীতি আছে, যাকে বলে অ্যাকাডেমিক আলোচনা, এখানে তা করা হয় নি। কেবল মাত্র উপস্থাপন করা হয়েছে, যাকে বলে কৃতজ্ঞতা আলপনা। এ তালিকা থেকে অজান্তে খ্যাতিমান কেউ কেউ বাদ পড়তে পারেন। বাদ পড়লে তা দুঃখের কারণ হোক, হিংসার কারণ যেন না হয়। মনন ও বিনোদনে ব্যক্তিত্বমানদের সংমিশ্রণে তৈরি করা তালিকা থেকেই সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন হলো এ নিবন্ধ।

পাবনা সদর
বন্দে আলী মিরজা (১৯০৬-২৭.৬.১৯৭৯) : সদরের রাধানগর (নারায়ণপুর) গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন। পিতা উমেদ আলী। মা নেকজান নেহা। তার প্রথম কবিতার বই চোর জামাই (১৯২১)। ছুঁয়ে গেছেন সাহিত্যের সকল শাখা। তিনি আই-এ পাশ করে ইন্ডিয়ান আর্ট স্কুল ও গভর্নমেন্ট আর্ট উত্তীর্ণ হয়ে কর্পোরেশন স্কুলে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯২৩ থেকে ১০ বছর কলকাতার বরানগরের এক গ্রামোফোন কোম্পানিতে গান ও পালা গান রচয়িতার দায়িত্ব পালন করেন। প্রাকৃতিক কবি হিসেবে খ্যাত বন্দে আলী দেশ ভাগের পর ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৬২ তে বাংলা একাডেমি ও প্রেসিডেন্ট পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে আছে ময়নামতির চর, অনুরাগ, পদ্মা নদীর চর প্রভৃতি। জীবনের দিনগুলি তার স্মৃতি কথা। ১০৩টি শিশুতোষ বইসহ ১৫৬টি বই রচনা করেন তিনি। কাব্য : গ্রন্থ পশারিনী (১৯৩১), মন ও মৃত্যু (১৯৬০), অরুণের সুর (১৯৬৩), কাব্যকৃতি প্রভৃতি। তাঁর পৈতৃক নিবাস হাওড়া জেলায়। মাত্র নয় বছর বয়সে তার কবিতা প্রকাশিত হয় আল ইসলাম পত্রিকায়। আজাদ, আনন্দবাজার, যুগান্তর মোহাম্মদী, সওগাত, বসুমতি প্রতিকায় নিয়মিত লিখতেন।
মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (১৯০৭-১৯৭৭)। কাব্য গ্রন্থ : পশারিনী (১৯৩১), মন ও মৃত্যু

পাবনার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জগতের স্মরণীয় যাঁরা

(১৯৬০), অরুণের সুর (১৯৬৩), কাব্যকৃতি প্রভৃতি। তাঁর পৈতৃক নিবাস হাওড়া জেলায়। মাত্র নয় বছর বয়সে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয় আল ইসলাম পত্রিকায়। আজাদ, আনন্দবাজার, যুগান্তর মোহাম্মদী, সওগাত, বসুমতি প্রতিকায় নিয়মিত লিখতেন।
অপারেশ লাহিড়ী (১৯২৪-২৮.৫.১৯৯৮) : বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ও সুরকার। সঙ্গীত জীবনের শুরু আকাশ বাণীতে। বাংলা ও হিন্দি মিলে প্রায় ১শটি চলচ্চিত্রে সুরারোপ করেছেন। ১৯৭২-এ কলকাতা থেকে মুম্বাই চলে যান। উল্লেখ্য, শিল্পী বাণী লাহিড়ী তাঁর ছেলে।
মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার (৮.৮.১৯৩৪-৬.৬.২০০০): গোপালপুর,পাবনা। পিতা ননী গোপাল চাকী মা চারুবালা। ভারতের প্রখ্যাত নৃত্য শিল্পী ও নৃত্য পরিচালক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এম এ (১৯৫৪) কেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নাচ শিখেছেন। সৃজনশীল নৃত্যে শিরোমণি পুরস্কার (১৯৯০), রাষ্ট্রীয় (১৯৯৪-৯৫) পুরস্কার সম্মানে তিনি ভূষিত। রচিত গ্রন্থ : নৃত্য রসে চিত্র মম (২০০০), উইমেন অফ দি মনিপুর ভ্যালি (১৯৮৪) প্রভৃতি। উল্লেখ্য, তাঁর মেয়ে রঞ্জাবতী সরকারও নৃত্য শিল্পী ছিলেন।
জিয়া হায়দার (১৯৩৬-২০০৯) : কবিতা ও নাট্যঙ্গনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তাঁর কাব্য গ্রন্থ : একতারাতে কান্না (১৯৬৩), কোঁটার ইচ্ছে গুলো (১৯৬৮) ও দূর থেকে দেখা। নাটক : শুভ সুন্দর, কল্যাণী আনন্দ, দ্বাররুদ্ধ, প্রজাপতি নিবন্ধ ও এলেবেলে।
আবু হেনা মোস্তফা কামাল (৩.১২.১৯৩৭-

নিবেদিতা। রজব আলীর গ্রন্থ ‘ফারাজেজ ইসলাম কাহিনী’ রইস উদ্দিনের ‘মুসলিম সমাজ’। প্রসঙ্গত, শালগাড়ীয়ার সাংবাদিক ও কবি রাধাচরন দাস ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে ‘ভারত প্রেস’ মুদ্রায়ন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ত্রৈমাসিক ‘আরতি’ পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক। পাবনা থেকে প্রকাশিত ‘সুরাজ’ পত্রিকার সহ-সম্পাদকও ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : কবির স্বপ্ন (১৩৩০)।
পাবনায় বিশ শতকে ভূমিষ্ঠ হওয়া ষাট দশকের লেখক-লেখিকা রয়েছেন অগণিত। অনেকেইই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া অভিনয় জগতে কিংবদন্তী হয়ে আছেন পাবনার মেয়ে সূচিত্রা সেন।
ইলা মজুমদার : ১৯৪১ খৃস্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর শহরের শালগাড়ীয়া মহল্লায় ভূমিষ্ঠ হন। পিতা অনিল বিহারী মজুমদার। মা নির্মলা বালা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি দর্শন শাস্ত্রে এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন ১৯৬১ খৃস্টাব্দে। ১৯৬০-এ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় তিনি উচ্চাঙ্গসঙ্গীত ও নজরুল গীতিতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ঢাকা উইলস লিটন ফ্লাওয়ার স্কুলে ২২ বছর শিক্ষকতা করেন। বই লিখেছেন তিনটি : শ্রুতিতে স্মৃতিতে বারিন মজুমদার (২০০০), দিনগুলি মোর (২০০৫) ও সংগীতের তত্ত্বকথা (২০০৫)। তাঁর জীবনাবসান ঘটে ২০১১ খৃস্টাব্দের ২০ মে।
মতিউর রহমান বাচ্চু: ১৯৪৬ খৃস্টাব্দের ১ জানুয়ারি দিলালপুর জুবিলি ট্যাক্স পাড়ায় ভূমিষ্ঠ হন। পিতা বেলায়েত হোসেন মোক্তার, মা

‘মাগো ভাবনা কেন.....’ গানে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তার অসংখ্য জনপ্রিয় গান আছে। কিন্তু হিসেব নেই। সারা জীবনে সর্বমোট কতগুলো গান লিখেছেন তার সংখ্যা উল্লেখ নেই।
প্রখ্যাত এই গীতিকার ও সুরকার এক সাক্ষাৎকারে দুঃখ ও খেদ জানিয়ে বলেছিলেন, ‘সারা জীবনে এত লিখলাম, কাব্য চর্চা করলাম, তবু আমরা কবি বলে স্বীকৃত নই। সেই জগতে আমরা গীতিকারের অপাংক্ত্যে। কিন্তু কেন? আমরা কি বাংলার কাব্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিনি? সেবা করিনি? আমাদের আরাধ্য দেবী কি স্বরসতী নন? কোন কাব্য পত্রিকা বা কবিদের সভায় ডাক পাই না। কেন, গীতিকারেরা কি অন্তত আধুনিক কবিদের সঙ্গেও এক সারিতে বসার যোগ্য নই। কবি নামধারী ব্যক্তিদের এত দম্ব কিসের? কোন ক্ষেত্রে তারা আমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ। এমন কী লিখেছেন তাঁরা, যা আমি লিখিনি। আমার মত এমন সর্বগ্রামী কবিই- বা তারা ক’জন- আমার জানতে ইচ্ছে হয়। রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের কবিতাই তো পরে গান হয়েছে। তাঁদের অবজ্ঞা মাঝে মাঝে তাই পীড়ন করে আমাকে। অপমানের শরে বিদ্ধ হই আমি।’
প্রসন্ন মেজাজের আত্মভোলা এই কবি অধ্যাপনা করতেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। বিষয় ছিল বোটাণি। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২-এ তিনি পাবনায় এসেছিলেন। বনমালী মিলনায়তনে তাঁকে সংবর্ধিত করা



২৩.৯.১৯৮৯) : গোবিন্দা। কবি গীতিকার প্রবন্ধকার ও শিক্ষাবিদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় ১৯৫৮-তে বি.এ অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ও বাংলায় ১৯৫৯-এ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান, ও ১৯৬৯ এ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। কাব্যগ্রন্থ: আপন যৌবন বৈরী (১৯৭৪), যেহেতু জন্মান্ব (১৯৮৪) ও আক্রান্ত গজল (১৯৮৮)। প্রবন্ধ: রূপান্তর (১৯৭৫), কথা ও কবিতা (১৯৮১)। ইংরেজি গ্রন্থ : The Bengali press and. Literary Writing (1977).
আরও আছেন : রাধারমণ সাহা, লিখেছেন পাবনা জেলার ইতিহাস (৬ খন্ড), যাতে ১৯২৩ থেকে ১৯২৬ খৃস্টাব্দ থেকে ১৯২৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ইতিহাস রয়েছে। তাঁর কাব্য গ্রন্থ কবিতামালা। এছাড়া রয়েছেন পৈলানপুরের তোরাব আলী। লেখেন ছোটদের আগরঙ্গজের। আরও রয়েছেন মোহাম্মাদ ইব্রাহিম, রাবণচন্দ্র চক্রবর্তী, গোপেন্দ্র লাল রায়, শচীন্দ্র মোহন সরকার, বঙ্কিম চন্দ্র রায়, হারুন্যার রশিদ, মোকসেদ আলী, রফিউদ্দিন, জাহানারা বেগম, আমিন উদ্দিন শাহ, মজির উদ্দিন প্রমুখ। মুহাম্মদ মজির উদ্দিন লেখেন, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা। মালঞ্চি গ্রামের মধুমদন সরকার লিখেছেন ‘সৌদামিনী বিরহ তাপ’, বিহারীলোল সরকার লিখেছেন ‘বাল্য রহস্য’, মুকুন্দ লাল সরকার লিখেছেন ‘ভ্রমর খেলা’, হরিচরণ চক্রবর্তীর আছে কাব্যগ্রন্থ, সুরেন্দ্র নাথ লিখেছেন ‘ভৌমিকের কবি’, সরলবালা দাসী লিখেছেন ‘ভগ্না

কদবানু। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তিনি স্কলারশিপ নিয়ে লেখাপড়া করেন। কর্মজীবনে ১৯৭০-এ শহীদ বুলবুল কলেজে যোগ দেন। স্বাধীনতার পরে যোগ দেন ‘দৈনিক বাংলা’ অফিসে। ১৯৭৩-এ হন দৈনিক জনপদ-এর সহকারী সম্পাদক। পবরতী কালে তথ্য অফিস ও চট্রগ্রাম তথ্য অফিসে কিছুদিন দায়িত্বপালন করেন। এ চাকরি ভাল না লাগায় যোগ দেন ব্র্যাক প্রকাশিত মাসিক গণকেন্দ্র পত্রিকায়। হন ব্যবস্থাপনা সম্পাদক। পরে এ চাকরিও ছেড়ে দেন। বিচিভিতে কিছুদিন উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন।
তিনি তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন : বেলা অবেলার কথা, নিরন্তর পারাবার ও কবিতাগ্রন্থ বাডুবাতির আলো ছায়া। তিনি ২০১১ খৃস্টাব্দের ২৩ জুন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পাবনা শহরে ইন্তেকাল করেন।
গৌরী প্রসন্ন মজুমদার (১৯২৪-১৯৮৬): পাবনার শালগাড়ীয়ায় ভূমিষ্ঠ হন। পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে লেখা-পড়াকালে ঝুঁকে পড়েন গানের দিকে। তখন থেকেই গান লিখতে শুরু করেন। এ সময় গানে সুর দিতেন পাবনারই ছেলে একই কলেজের সহপাঠি অপারেশ লাহিড়ী। দেশ ভাগের পর তিনি কলকাতায় চলে যান। ‘শোন একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠ স্রের ধ্বনি.....’ এই গানটির জন্য বাংলাদেশের মানুষ তাঁকে গভীরভাবে স্মরণ করেন। এই গানের সঙ্গে

হয়েছিল।
বেড়া উপজেলা
নায়িকা কবিতা (১৯৫২ -২০১২) : পাকিস্তানের করাচিতে ভূমিষ্ঠ হন। পরে তাঁদের পরিবার ফিরে এসে পাবনার বেড়া উপজেলার মাসুমদিয়ায় বসবাস শুরু করেন। ষাটের দশকে শিশু শিল্পী হিসেবে ‘কাঞ্চন মালা’ চলচ্চিত্রে প্রথম অভিনয় করেন। পরে ‘মল্লুয়া’ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে কবিতা নাম ধারণ করে নায়িকা হয়ে যান। তাঁর প্রকৃত নাম জানা যায় নি। সত্তর দশকে চট্রগ্রামের ব্যবসায়ী ডিগ্র প্রযোজক ও স্থানীয় বনানী কমপ্লেক্স প্রেক্ষাগৃহের কর্ণধার গোলাম কবিরকে ভালবেসে বিয়ে করেন। কবিতা দুই ছেলে ও এক মেয়ের মা। সত্তর দশকে শেষ দিকে গোলাম কবিরের সঙ্গে দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটে। তাঁর বড় ছেলে মানসিক ভারসাম্যহীন। তাকে নিয়ে কবিতা চরম দুঃখ কষ্টে সময় যাপন করতে থাকেন। এ অবস্থায় আবার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেও সে বিয়ে বেশিদিন টেকেনি। একরকম নিঃস্ব অবস্থায় মানবেতর জীবন যাপন করেন। জীবনের শেষ সাত-আট বছর ঢাকার পল্লবীর রূপনগর চিনশেড কলোনির মধুবাবুর বাড়িতে বসবাস করেছিলেন। চিকিৎসাও করাতে পারছিলেন না। জীবনযুদ্ধের অসম সংগ্রামে তাঁর অসহায়তা সহযোগীদের হৃদয়ে নাড়া দিতে পারেনি। ২০১২ খৃস্টাব্দের ৮ জুনে তিনি ইন্তেকাল করেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১



সরেজমিন : ২২ চরের খন্ডচিত্র



যোগাযোগে আধুনিক ব্যবস্থা না থাকায় চরাঞ্চল থেকে গুরুতর অসুস্থ রোগীকে এভাবেই উপজেলায় নিয়ে আসতে হয়

যেখানে চলে অবিরাম জীবন-মৃত্যুর লড়াই

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

চরাঞ্চলে এক লাখেরও বেশি মানুষের জরুরি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে যাতায়াতের জন্য ভরসা ছিল একটামাত্র নৌ-অ্যাম্বুলেন্স। কর্তৃপক্ষের অবহেলায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সেটি পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। ফলে যমুনা তীরের দুর্গম চরের বাসিন্দাদের এখন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সুযোগ নেই বললেই চলে। জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন হলে তৈরি হয় বিভীষিকা। এ চিত্র পাবনার বেড়া উপজেলার ২২টি চরের।

চর পেঁচাকোলার গ্রাম প্রধান মো. ইব্রাহিম বলেন, ‘কেউ অসুস্থ হলে পুরো পরিবার দিশেহারা হয়ে পড়ে। প্রথমে ঘোড়ার গাড়িতে করে বালুচর পাড়ি দিয়ে নদী তীরে যেতে হয়। তারপর নৌকা খুঁজে মূল ভূখণ্ডে গিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পৌঁছাতে হয়।’ বাসিন্দাদের তথ্য মতে, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দূরত্ব সাত থেকে আট কিলোমিটার হলেও, যমুনার দুর্গম পথ পাড়ি দিতে সময় লেগে যায় দুই থেকে তিন ঘণ্টা। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এসব চরে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকেন অন্তঃসত্ত্বা নারীরা। কিন্তু চরে কোনো চিকিৎসক আসেন না।

সরেজমিনে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা যায়, বেড়া উপজেলার চর নাগদহ, হাতিয়াল, আড়িয়াল, চর পাইকনদ, চর সাফুল্য, দিওয়ানি, চর আগবাকসুয়াল, চর পাগলা, শরীফপুরসহ ২২ চরের গ্রামগুলোতে থাকা মানুষদের জীবন-মৃত্যুর লড়াই করে বাঁচতে হচ্ছে। চরবাসীর জন্য সরকারি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সই একমাত্র ভরসা। কিন্তু সেই

চিকিৎসালয়ে পৌঁছানোটা একেবারেই কঠিন কাজ। এ বিষয়ে যমুনা সমাজ কল্যাণ সংস্থা’র নির্বাহী পরিচালক মনজেন আলী বলেন, ‘পদ্মা ও যমুনার চরের মানুষগুলো স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তা থেকে পুরো বঞ্চিত। অসুস্থ হয়ে অনেক রোগী হাসপাতালে নেওয়ার পথেই মারা যান। এসব মৃত্যু কখনই সরকারি রেকর্ডে আসে না।’ তিনি জানান, বেড়া উপজেলার ২২টি চরের জন্য ২০১৩ সালে কেন্দ্রীয় ঔষধাগার (সিএমএসডি) একটি নৌ-অ্যাম্বুলেন্স বরাদ্দ দিয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ ১১

রোগীদের কষ্ট পেতে হতো না। বেড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. তাহমিনা ইয়াসমিন জানিয়েছেন, ‘নৌ-অ্যাম্বুলেন্সটি বরাদ্দ দেওয়া হলেও সেটির জ্বালানি, রক্ষণাবেক্ষণ বা চালকের জন্য কোনো বাজেট ছিল না। বর্তমানে অ্যাম্বুলেন্সটির ইঞ্জিনেরও কোন হদিস নেই। এখন কেবল একটি কক্ষালসার কাঠামো পড়ে আছে।’ এমনকি এই প্রকল্পের ব্যয় বা যন্ত্রাংশ হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে কোনো দাপ্তরিক নথিপত্রও পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানান তিনি। এ ব্যাপারে বেড়া উপজেলার সহকারী কমিশনার



বেড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরিত্যক্ত থাকা চরবাসীর সেই নৌ-অ্যাম্বুলেন্স

বছরেও সেটি এক দিনের জন্যও সেবায় আসেনি। স্থানীয় কলেজ শিক্ষক আবুল কালাম ফকাত প্রকাশ করে বলেন, দরিদ্র মানুষগুলোর জন্য পাওয়া একটি অ্যাম্বুলেন্স রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যাবে, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। এটি সচল থাকলে মুমূর্ষু

(ভূমি) নুরেন মায়েশা খান জানান, নৌ-অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাটি পুনরায় সচল করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা চরাঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দাদের কষ্টের বিষয়টি অনুধাবন করছি। কোনো রোগীকে যেন ডাক্তার দেখাতে গিয়ে জীবনকে ঝুঁকিতে না ফেলতে হয়, সেজন্য আমরা অ্যাম্বুলেন্সটি চালুর চেষ্টা করছি।

রূপপুরের পারমাণবিক চুল্লিতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর : উদ্বোধন করেন। এর মধ্যদিয়ে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারকারী দেশের তালিকায় বিশ্বের ৩৩তম দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে বাংলাদেশ। এদিন জ্বালানি লোডিং উদ্বোধন করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা রেহান আসিফ আসাদ, রুশ পরমাণু শক্তি করপোরেশনের (রোসাটম) মহাপরিচালক আলেক্সি লিখাচেভ। অনুষ্ঠানে ভারিয়ারি যুক্ত হন আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রসি। এ সময় সরকারের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি, আন্তর্জাতিক অংশীদার এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনের সময় ফকির মাহবুব আনাম বলেন, ‘নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে প্রকল্পটির কাজ করা হয়েছে। জ্বালানি লোডিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ইতিহাসের অংশ হলো। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ শুধু পাবনা নয়, দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।’ আলোচনা শেষে অতিথিরা স্বয়ংক্রিয় সুইচ টিপে জ্বালানি লোডিং উদ্বোধন করেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের রিঅ্যাক্টরের কেন্দ্রে জ্বালানি হিসেবে ইউরেনিয়ামের ফুয়েল অ্যাসেমবলি বা রডগুলো স্থাপন প্রক্রিয়াকে বলে ইউরেনিয়াম লোডিং। চুল্লিপায়ে ইউরেনিয়াম জ্বালানি বসানো হলে তা থেকে তাপ তৈরি হবে। সেই তাপে পানি থেকে বাষ্প তৈরি হয়ে টারবাইন ঘুরবে, আর সেখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু আগে এটি চূড়ান্ত ধাপ। উদ্বোধনের দিন থেকে অন্তত ৪৫ দিন পর্যন্ত জ্বালানি লোডিং চলবে। তারপর ধাপে ধাপে পরীক্ষামূলকভাবে বিদ্যুতের উৎপাদন শুরু হবে। সেই হিসাবে আগামী আগস্টে জাতীয় গ্রিডে ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হতে পারে। সেইসঙ্গে চলতি বছরের শেষ নাগাদ বা আগামী বছরের শুরুতে প্রথম ইউনিট থেকে পূর্ণ সক্ষমতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে।

দেশ-বিদেশের শতাধিক কবির

শেষের পৃষ্ঠার পর : বছর পূর্তি উপলক্ষে শুভানুধ্যায়ীদের জন্মদিনের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন পূর্ব আলাদা মাত্রা যোগ করে। অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে কবি প্রাবন্ধিক ও গবেষক মজিদ মাহমুদ-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এবং পাবনা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ হাবিবুর রহমান হাবিব, বরণীয়া অতিথি হিসেবে ছিলেন পাবনা জেলা পরিষদের প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মাদ জহুরুল ইসলাম বিশ্ব, পাবনার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লিটন ঢালী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পাবনা সদর সার্কেল) শরিফুল ইসলাম, পাবনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতার, নজরুল গবেষক আনোয়ারুল হক, কবি নাসির আহমেদ, প্রবীণ সাংবাদিক মাহবুব আলম, শিশু সাহিত্যিক রহীম শাহ, কবি ও প্রাবন্ধিক সৈকত হাবিব, কবি জাহাঙ্গীর ফিরোজ, অধ্যাপক ড. মলয় চন্দন মুখোপাধ্যায় (ভারত), কবি মানিক পন্ডিত (ভারত), গবেষক আবদুল কাইয়ুম (ভারত), শিক্ষাবিদ অধ্যাপক কাজী মিনহাজুল আলম, পাবনা জেলা যুবদলের আহ্বায়ক ইলিয়াস আহমেদ হিমেল রানা, রূপালী ব্যাংক পিএলসি’র উপ-মহাব্যবস্থাপক প্রকাশ কুমার সাহা, উন্নয়ন সংস্থা পিসিডি’র নির্বাহী পরিচালক শফিকুল আলম, কবি ও গীতিকার বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল খালেক বিশ্বাস।

তিন দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত শতাধিক কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে ঢাকা থেকে আগতদের মধ্যে ছিলেন ড. অখিল পোদ্দার, মাসুদ মুত্তাফিজ, অচিন্ত্য চয়ন, জন সুমিত, কাজী আনিসুল হক, রফিক সুলয়মান, মধুসূদন মিহির চক্রবর্তী, রবিনা আজাদ, সৈয়দা সাজিদা খানম, আরমান সোহান প্রমুখ। এছাড়া ঢাকার বাইরে থেকে উৎসবের বিভিন্ন পর্বে যোগ দেন ওয়াহিদুর রহমান শিপু, সিরাজুল ইসলাম, অধ্যক্ষ আবদুল দাইন সরকার, ড. মোহাম্মদ আবদুর রউফ, সহকারী অধ্যাপক হাসানুজ্জামান, অধ্যাপক রজিবুল ইসলাম, ড. আশরাফ পিষ্টু, ডা. আহমেদ মোস্তফা নোমান, ড. এনামুল হক উগর, ডা. ইফতেখার মাহমুদ, কামরুজ্জামান গোপন, কমল কব্জুর, আলমীরুল নিউটন, ড. মনসুর আলম, আলমগীর কবির হুদয়, কথা হাসনাত, শামীমা সীমা, যাবাবর জিয়া, এসএম ফরিদ, দেওয়ান বাদল, নীলিমা নীল, সোনিয়া খাতুন, সৈয়দা কামরুন্নাহার শিল্পী, বিজুদী ইসলাম, বেলায়েত হোসেন, মরিয়ম বেলাকশি, জুবায়ের খান প্রিন্স, আদ্যনাথ ঘোষ, মো. মঞ্জুরুল ইসলাম, মানিক মজুমদার, নজরুল ইসলাম মুকুল, গোখুলি সেলিম, রূপালী ব্যাংক গোপালপুর পাবনা শাখার ব্যবস্থাপক ফখরুল ইসলাম, আবদুল্লাহ আল মামুন, ডিএ সায়েম সোহাগ প্রমুখ। ঈশ্বরদী প্রেসক্লাব থেকে আহ্বায়ক আবদুল মাল্লান টিপু, নির্বাহী সদস্য সেলিম সরদার, নির্বাহী সদস্য মোস্তাক আহমেদ কিরণ, সদস্য জাহাঙ্গীর হোসেন, ওহেদুজ্জামান টিপু, খোন্দকার মাহবুবুল হক দুদু, ওয়াহেদ আলী সিদ্দিক, মহিদুল ইসলাম প্রমুখ। আরও উপস্থিত ছিলেন ঈশ্বরদী সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের আতাউর রহমান বাবুল, নুরুল ইসলাম, শাহীন উদ্দিন, একরামুল হক রনি, আরিফুল ইসলাম, আবদুস সাভার, ফেরদৌস করিম, পরিতোষ পাল প্রমুখ। তিনদিনের উৎসবের মূল সম্মেলনায় ছিলেন সংস্কৃতিজন শামসুজ্জামান প্রিন্স। কণ্ঠশিল্পী মাজহারুল ইসলাম ও বাচিকশিল্পী সাইফুল ইসলামের পরিচালনায় কবি মজিদ মাহমুদ-এর ৬০বছর পূর্তি জন্মোৎসব পূর্বে পাবনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতারের সভাপতিত্বে সম্মাননীয় অতিথি ছিলেন কবির সহধর্মিণী শিক্ষাবিদ ফৌজিয়া আক্তার, সহোদর বীরমুক্তিযোদ্ধা আবদুল খালেক বিশ্বাস, কবিকন্যা ডা. সানোয়ারা প্রণা, কবি নাসির আহমেদ, প্রবীণ শিক্ষাবিদ কাজী মিনহাজুল আলম, রূপালী ব্যাংকের উপ-মহাব্যবস্থাপক প্রকাশ কুমার সাহা, ভারত থেকে আগত কবি মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়, কবি মানিক পন্ডিত, গবেষক আবদুল কাইয়ুম, পিসিডি’র নির্বাহী পরিচালক শফিকুল আলম প্রমুখ। কবির জন্মদিনের শুভেচ্ছা পূর্বে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী জন সুমিত, আবদুল্লাহ-আল মামুন পরিচালিত সাঁথিয়া সাহিত্য-সংস্কৃতি ও আবৃত্তি সংসদের বাচিক শিল্পী ও রবিরাজ পরিচালিত বেটুবানী পাঠশালায় শিক্ষার্থীদের পরিবেশিত গান ও পুথি পাঠ উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে।

ঢাকা কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ

ডেন্টাল ইউনিট শিক্ষার্থীদের পেশাগত পরীক্ষায় অনার্সসহ ঈর্ষণীয় সাফল্য

ঢাকা কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল ইউনিটের শিক্ষার্থীরা সম্প্রতি প্রকাশিত প্রথম ও তৃতীয় পেশাগত পরীক্ষা নভেম্বর-২০২৫-এর ফলাফলে ৯ম স্থান ও অনার্স নম্বরসহ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

ঢাকা কমিউনিটি মেডিকেল কলেজের ১৪তম ব্যাচের মেহনাজ ফারহানা মোমেন (প্যাথলজি, কমিউনিটি মেডিসিন ও মাইক্রোবায়োলজি বিষয়ে), আনিকা বুশরা মীম (প্যাথলজি ও মাইক্রোবায়োলজি বিষয়ে) তৃতীয় পেশাগত পরীক্ষায় এবং ১৬তম ব্যাচের সুবাইতা আজাদ (এনাটমি বিষয়ে) প্রথম পেশাগত পরীক্ষায় অনার্স নম্বর অর্জন করেছেন।

ঢাকা কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিটের ১১তম ব্যাচের শিক্ষার্থী রেনুচ্ছা গাইন জয়া (এনাটমি ও সায়েন্স অব ডেন্টাল মেটেরিয়ালস বিষয়ে), সালিমা বিনতে আজাদ ও অরুনি স্টেলা গোমেজ (সায়ন্স অব ডেন্টাল মেটেরিয়ালস বিষয়ে) প্রথম পেশাগত পরীক্ষায় অনার্স নম্বর পেয়ে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ডেন্টাল ইউনিটের ১১তম ব্যাচের শিক্ষার্থী রেনুচ্ছা গাইন জয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত সফল ডেন্টাল কলেজ ও ইউনিটের মধ্যে ৯ম স্থান অর্জন করেছে, যা প্রতিষ্ঠানের জন্য এক গৌরবময় সাফল্য। শিক্ষার্থীদের এই অসাধারণ সাফল্যে শিক্ষক, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেছেন। ভবিষ্যতে তারা মেডিকেল কলেজের জন্য আরও বড় অর্জন বয়ে আনবে- সকলের এমনই প্রত্যাশা। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



আলহাজ্ব আহেদ আলী বিশ্বাস মানব কল্যাণ ট্রাস্টের (এবি ট্রাস্ট) ব্যবস্থাপনায় কাতার চ্যারিটির অর্থায়নে পাবনা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজে সম্প্রতি সাড়ে চার কোটি টাকা ব্যয়ে ৬ তলা বিশিষ্ট নির্মাণাধীন ছাত্রাবাসের পাইল ড্রাইভ কাজের উদ্বোধন করেছেন পাবনা জেলা প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা জহুরুল ইসলাম বিশ্ব। এ সময় এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর লুৎফর রহমান, গণিত বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর শিবজিত নাগ, পাবনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতার, সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম, এবি ট্রাস্টের সদস্য আঁখিনুর ইসলাম রেমন, প্রকৌশলী ওয়ারেস উদ্দিন, প্রধান শিক্ষক হাফিজুর রহমান রয়েল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পাবনার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জগতের স্মরণীয় যঁারা

৩-এর পৃষ্ঠার পর : চিত্রনায়িকা কবিতা অভিনীত উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে রয়েছে জংলি মেয়ে, ছোট সাহেব, চাঁদ আন্তর চাঁদনী, স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা, অধিকার, কে আসল কে নকল, পিঞ্জর, ধন্য্য মেয়ে প্রভৃতি।

সুজানগর উপজেলা

আবদুল গনি হাজারী (১২.১.১৯২১-১৫.৯.১৯৭৬) : নাজিরপুর। ১৯৪৭ এ কলকাতা থেকে সাপ্তাহিক আলোড়ন (প্রথম প্রকাশ ২৩ অক্টোবর) নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশনার মধ্যদিয়ে তাঁর কর্ম জীবন শুরু হয়। ১৯৪৮-এ তিনি ঢাকাতে চলে যান এবং ঢাকার জুবিলী প্রেসে সহকারী ম্যানেজার হিসেবে যোগ দেন। ১৯৪৯-এ তদানীন্তন পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় সহকারী বিজ্ঞাপন ম্যানেজার হিসেবে কাজ শুরু করেন। চঞ্চলমনা গণি হাজারী ছোট বেলায় যেমন নির্ধারিত কোন স্কুলে পড়েননি, তেমনি চাকুরি জীবনেও তিনি স্থির থাকতে পারেননি। ১০৫০-এ ইস্টার্ন নিউজ ট্রাস্ট পাকিস্তান- এর ট্রাস্টি অফ ডাইরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পান। ১৯৫৬-তে পাকিস্তান অবজারভার, চিত্রালী ও পূর্বদেশের ম্যানেজিং এডিটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৭-তে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নৈতিকতার বিরোধে আবদুল গণি হাজারী চাকুরি ছাড়েন। ১৯৬৯-তে তিনি অবজারভার গ্রুপ ও অ্যাসোসিয়েটেড প্রিন্টার্সের টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার হিসেবে যোগ দেন। ১৯৭১ পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২-এ তিনি দৈনিক আজাদ পত্রিকার প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

আবদুল গণি হাজারীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘সামান্য ধন’ ১৯৫৯-এর জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘সূর্যের সিঁড়ি’ ১৯৬৫-এর জুন মাসে প্রকাশিত হয়। ১৯৭০-এর নভেম্বর মাসে প্রকাশ পায় তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘জাগ্রত প্রদীপে’। ‘বকলম’ নামে পূর্বদেশ পত্রিকায় তিনি কলাম লিখতেন, যা পরে ১৯৭৬-এর ২১ ফেব্রুয়ারিতে ‘কালপেঁচার ডায়েরী’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৬৩-এর ৩১ জানুয়ারি আবদুল গণি হাজারী ‘কতিপয় আমলার স্ত্রী’ শীষক একটি কবিতা রচনা করেন। এই কবিতার জন্য তিনি ১৯৬৪ তে ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেন। এই কবিতাটি সূর্যের সিঁড়ি গ্রন্থে রয়েছে। কবিতার জন্য তিনি ১৯৭২-এ বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তিনি ইস্তকাল করেন।

এ উপজেলায় আরো অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তি রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে তাঁতীবন্দ গ্রামের গোবিন্দ চৌধুরী লেখেন কমলে কামিনী, বিশ্রম লহরী, নূরজাহান বাঁশী, বিলাপ মালা। শ্রীসন্ত নাথ চৌধুরী লেখেন ‘পরিত্যক্ত পত্নী’। রনেশ চন্দ্র লাহিড়ীর লেখা গ্রন্থ ‘গৌড়েশ্বর’। প্রমদা গোবিন্দ চৌধুরী লেখেন ‘শকুন্তলা সম্ভব’। তারক গোবিন্দ চৌধুরীর বই ‘জমিদার শিক্ষা ও মহাজনী শিক্ষা’। অশোক বাগচী একজন খ্যাতিমান চিকিৎসক। বাংলাদেশ ভারত জুড়ে তাঁর খ্যাতি। নবেল বিজয়ীদের নিয়ে তিনি বই লিখেছেন। মোহাম্মদ আবিদ আলীর জন্ম গোপালপুরে। কোরানের গল্প গুচ্ছ , হাফিজের গল্প গুচ্ছ, কিশোর মোস্তফা, কালাকি- বই গুলো তাঁর লেখা। রইচউদ্দিন আহম্মদ ভূমিষ্ঠ হন সাগর কান্দি গ্রামে। তাঁর রচনা ‘সমাজের দূরবস্থা ও তার প্রতিকার’। মীনা আমীন উদ্দিনের জন্ম তালিমনগরে। তিনি লেখেন ‘তত্বকথা’।

ভাঙ্গড়া উপজেলা

এ উপজেলার লেখক অবনী নন্দীর গ্রন্থ : বিভ্রান্ত বসন্ত ও সন্নসগড়। ইন্দু সাহা লিখেছেন উপন্যাস : কিষান বউ, গঙ্গা পারের খেয়া, পলাশ কামিনী, কাব্যগ্রন্থ ঝড় আসছে, কনভয়, স্কুলিঙ্গের আলিঙ্গন, নাটক বেকার নিকেতন ও বাস্তুতাগ। লেখক তরুণ সান্যালের বই : মাটির বেহালা, অন্ধকার উদ্যানে যে নদী, রণক্ষেত্রে দীর্ঘ বেলা ও একটি ও তোমার জন্যেই বাংলাদেশ। সম্পাদনা করেন লেনিনের যুগ, তিনিও কবি । পাবনার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আকাশ নিতান্ত স্বল্প হলেও অসংখ্য তারায় খচিত । এ আকাশে যঁারা স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁরা দেশের গর্ব । অনেকেই স্বীকৃতি পেয়েছেন। অন্যদের যথার্থ স্বীকৃতি দিলেই তাঁদের প্রতি সম্মান জানান হবে। অনুপ্রাণিত হবেন অনুসারিরাও। যঁারা বিস্মৃত হয়ে গেছেন তাঁরাও ইতিহাসে এবং সাহিত্যে ঠাঁই পাবেন।

ঈশ্বরদী উপজেলা

রেল ও শিল্পের শহর ঈশ্বরদীতে গত শতাব্দীতে কয়েকজন সাহিত্যে অবদান রাখার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মধ্যে তিলকপুর গ্রামের মোহাম্মদ সানা উল্লাহর গ্রন্থ : তাজ কেঁরাতুল ওলামা, দিল্লীশ্বরী, মোগল কুমারী, মৃত্যু পথে, আদর্শ বালিকা- প্রভৃতি। একই এলাকার ইসমাইল হোসেন লেখেন : খেতার আবদার। তারকানাথ মজুমদার লেখেন : কবিতা কুসুম, মানস কুসুম, মাতৃভক্তি, মানস সবোজ। শংখ ঘোষ (১৯৩২)-এর বালক বেলা কেটেছে পাকশীতে। তিনি কলকাতাবাসী, কবি ও প্রবন্ধকার। আশরাফ হোসেন (১৯৩৮) গল্পকার, প্রকাশিত গ্রন্থ: নির্বাক।

মুজিবর রহমান বিশ্বাস : ১৯২৫ খৃস্টাব্দের ৫ মে ঈশ্বরদী লক্ষীকুন্ডা গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন। পিতা ময়েন উদ্দিন বিশ্বাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ পাশ করেন। কর্মজীবন শুরু করেন পাকশী হার্ডিঞ্জ ব্রিজের ওয়ার্ক মিস্ত্রি হিসেবে। পরে তিনি রূপপুর জুনিয়ার হাইস্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন।

তিনি বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ভবঘুরে ছদ্মনামে লেখালেখি করতেন। তাঁর লেখা বইগুলোর মধ্যে রয়েছে অচেনা মানুষের ইতিকথা, শঠতা জীবন দর্শন নয়, সাত লাঠির কথা, দীপাশ্বিতা ও বোবা কাহিনি, মানবতাবাদের ইশতেহার, কিছু কবিতা, একটি প্রেমের গল্প রবীন্দ্র আলোকে, আমরা কজন স্কুল মাস্টার, কঙ্কাবতী কন্যা, হৃদয় জাগরণ, শেখ মুজিবুর রহমান শ্রদ্ধাস্পদেযু কৃষি ও কৃষক সমস্যা, ইসলামের আলো, মানবযাত্রা, কিছু কথা কিছু প্রতিবেদন, বিশটি কবিতা, মার্কসবাদ ও অন্যান্য কথা, সমাজতন্ত্র কেন প্রয়োজন, প্রেম একটি জীবনের নাম, আমার কথা প্রভৃতি। ১৯৮৯ খৃস্টাব্দের ১ জুলাই তিনি ইস্তকাল করেন।

মালিহা খাতুন (১৯২৮-২০০২): ঈশ্বরদীর তিলকপুর গ্রামে ২২ জুলাই ভূমিষ্ঠ হন। পিতা প্রফেসর মোহাম্মদ সানাউল্লাহ। তিনি এপার-ওপার দুই বাংলাতেই লেখাপড়া করেন। ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ভ্রমণ করেছেন অনেকগুলো দেশ।

ড. মালিহা লিখেছেন ছোট-বড় সবার জন্য। তার উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে : হাজার দীপ জ্বলে, এক তুলি কত রং, সেই আঁধারে এই আলোকে, নীল কষ্টের ইতিকথা, মন ফুলের মালা, যুদ্ধ মৃত্যু ভালাবাসা ও গহন স্বপন সম্ভাগরিনী। নাটকও লিখেছেন কয়েকটি। প্রবন্ধ বিচিত্রা রয়েছে ২খন্ড। ছোট গল্প গ্রন্থ : স্মৃতি ভূমি বেনদা। ভ্রমণ কাহিনী নিয়ে রয়েছে ২টি গ্রন্থ : ‘আমার দেখা দেশ বিদেশ’ ও ‘আনন্দধারা’। আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ : আমার জীবন কথা। পুরস্কারও লাভ করেছেন বেশ কয়েকটি। ২০০২ খৃস্টাব্দে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

ফরিদপুর উপজেলা

ডেমরার গিরিজাকান্ত রায় লেখেন কাব্যগ্রন্থ ‘কণা’। হাবিবর রহমান লেখেন ‘প্রান্তি বিলাস’। বনওয়ারি নগরের আবদুল হাসেমের গ্রন্থ : অরণ্যে বিভাষিকা, আলো ও আলোয়া, গরিবের খেদ। নাটক : পাহাড়ের বন্দি, মাস্টার সাহেব। তাঁর লেখা বইগুলোর মধ্যে রয়েছে : কথিকা (১৯৩৮), মোস্তফা



নামা (১৯৬০), তকবির (১৯৬০)। উপন্যাস : আলো ও আলোয়া (১৯৬৫), শ্রান্ত বলাকা (১৯৭০) গল্প গ্রন্থ অরজোর বিভীষিকা (১৯৬২) নাটক মাস্টার সাহেব (১৯৪৭)। তিনি ১৮৯৮ খৃস্টাব্দের ২০ নভেম্বর ফরিদপুর উপজেলার খাগড়াড়িয়া গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন। পিতা মুনশী নছিমউদ্দিন। মা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বিটি ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবন শুরু করেন বনওয়ারীনগর সিবি হাইস্কুলে। শিক্ষকতার মাধ্যমে চাকরির সুবাদে এপার বাংলা ওপার বাংলার বিভিন্ন জেলা সফর করেন সাব ইন্সপেকটর অব স্কুলস হিসেবে। চর্চা করে যান কবিতার।

লুৎফুল আযম দারামিকো : ১৯৩৯ খৃস্টাব্দের ৯ জানুয়ারি ফরিদপুর উপজেলার খলিশাদহ গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁর পিতা ডব্লিউ নূরুল আযম, মা শামসুন নাহার। ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে ১৯৬৬ তে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স সম্পন্ন করেন। এরপর নেমে পড়েন সিনোমায়। কলেজ জীবনে ছিল নাটকের অভিজ্ঞতা। ‘পানসি বাওড়া’ ছবিতে খলনায়কের ভূমিকায় তাঁর সিনেমা জীবন শুরু।

তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে রয়েছে : সংগ্রাম, অনেক প্রেম অনেক জ্বালা, সারেং বউ, অপরাধ, অপবাদ, জািয়াত, দম মারো দম, রং বে রং, ফান্দে পড়িয়া বগা, ফেরারী, এখনই সময়, ঝড়ের পাখি, খামোশ, চন্দ্রনাথ দাবি, আপন ভাই, অত্যাচার, নসিব, উসিলা, নালিশ, আঁধার পেরিয়ে, বানজরান, আঁখি মিলন, রাজভিখারি, সাক্ষী, নকল শাহজাদা, সম্রাট, রসের বাইদানী, জিপসি সদর, ইন্সপেকটর শুভরাত্রি, চিংকার, মালাবদল, মাটির পুতুল, মার্শাল হিরো, বংশধর, রাজিয়া সুলতানা, রাজদন্ড, সারেভার প্রভৃতি। তিনি প্রযোজনা করেন ফকির মজনুশাহ, অন্ধবধূ, প্রেমকাহিনি, ডাকুও দরবেশ। তিনি পরিচালনা করেন ‘রাঙ্গাবউ’। ‘সংগ্রাম’ ছবিতে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পান তিনি। শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার পান ফকির মজনুশাহ ছবির জন্য। ১৯৯৬ খৃস্টাব্দে তিনি মারা যান।

আটঘরিয়া উপজেলা

পৌরানিক গ্রন্থ প্রণেতা কৃষ্ণ কিশোর রায় ভূমিষ্ঠ হন শিবপুরে। তাঁর গ্রন্থ : ব্রহ্মবিদ্যা ও দুর্গালীলা তারঙ্গিনী। মোহাম্মাদ ইসহাকের জন্ম লক্ষীপুরে। তাঁর গ্রন্থ : মনের খোরাক। মুহা. ইদরিস আলী গবেষক ও প্রাবন্ধিক, সাহিত্য সমালোচক। তাঁর গ্রন্থ : বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্য মধ্যবিস্ত শ্রেণী।

আবদুল গফুর : ১৯১৩ খৃস্টাব্দের ৩ এপ্রিল আটঘরিয়ার কৈজুরি শ্রীপুর গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন। পিতা পালন সরকার। মা গোলেজান নেছা। ১৯৪১-এ তিনি গোপালচন্দ্র ইস্টিটিউটি থেকে মাধ্যমিক পাস করেন। তিনি সঙ্গীতের তালিম নেন নবদ্বীপ হালদার ও অশ্বিনী কুমার রায়ের কাছে। কলকাতায় গিয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নজরুলগীতি চর্চা করেন। ১৯৬৩ খৃস্টাব্দে রাজশাহী বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকালে যে চারজন উদ্বোধনী দিবসে সঙ্গীত পরিবেশন করেন তাদের মধ্যে আবদুল গফুর ছিলেন অন্যতম। তিনি লালন ফকির ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করেন। জেলার টানে দেশের টানে অনেক গান লিখেছেন তিনি। সঙ্গীত ঘরানার এই শিল্পী পাবনা ইনস্টিটিউট অফ ফাইন আর্টসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন প্রথম অবৈতনিক শিক্ষক।

তিনি শ্রীপুর বাজারে ডেসপেনসারি খুলে বসেছিলেন। ১৯৬০-এ তিনি লক্ষীপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ২০ আগস্ট পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী শ্রীপুর বাজারে তাঁকে হত্যা করে।

বরট গ্রামের আমিন উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী : তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থ বেরোয় ১৮৮৯ খৃস্টাব্দে। বাংলা সাহিত্যসহ মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর আত্মজীবনীগ্রন্থই ছিল প্রথম লেখা। এই গ্রামের আবু সাইদ লেখেন মোগল জাতির ইতিহাস। করমজার তারিনী কালী দেবীর গ্রন্থ : সতী শিক্ষা। তারিনী

চরন চৌধুরী লেখেন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস। তলটের শশাধর রায় লেখেন রাঘব বিজয়, ত্রিদিব বিজয়, পরবশ্যতা। তিনি সম্পাদনা করেন উপনিষদ গ্রন্থাবলী।

সাঁথিয়া উপজেলা

সাঁথিয়ার বেশ কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী শিক্ষাবিদ এপার-ওপার দুই বাংলাতেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে সুনাম অর্জন করেন। তাঁদের মধ্যে শ্যামমোহিনী দেবী (১০.২.৮৭-২৬.২.১৯৮০) অন্যতম। এছাড়া লেখক ও জমিদার শশধর রায় আরেকজন। তিনি সাঁথিয়ার তলটে ভূমিষ্ঠ হন। পিতা গিরিধার রায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ রাজশাহী শাখার সম্পাদক ছিলেন শশধর রায়। কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করতেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ও কবি রাধাচরণ দাস সাহিত্য রত্নর সম্পাদনায় আরতি প্রকাশিত হতে থাকে, যা ছিল উত্তরবঙ্গের একমাত্র দ্বিমাসিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ হয়েছিল ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-আশ্বিনে। তিনি ত্রিদিব বিজয়, রাঘব বিজয় কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও উপনিষদ গ্রন্থাবলী রচনা করেন। পরবশতা নামের একটি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থও প্রকাশ করেন তিনি।

চাটমোহর উপজেলা

অভূতাতার্য (আনু: ১৪৫৪-১৫৫০) : অমৃতকুন্ড চাটমোহর। মূল নাম নিত্যানন্দ আচার্য। পিতা কাশী আচার্য মা মেনকা। অভূত কৃতিত্বের জন্য অভূতাতার্য নামে পরিচিতি বাড়ে। উত্তর ও পূর্ববঙ্গে প্রচারিত অভূত রামায়ণ রচনা করেন। সাঁতোলের রাজার সভাকবি ছিলেন।

আশুতোষ চৌধুরী (১২-৬-১৮৬০-২৪-৫-১৯২৪) : হরিপুর। পিতা দুর্গা দাস। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে একই বছরে (১৮৮০) বিএ ও এমএ পাশ করে ১৮৮১ তে বিলাত যান। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে বি.এ ও ব্যারিস্টার, ১৮৮৬ তে এম.এ ও এল.এম পাশ করেন। কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি শুরু করেন। বিয়ে করেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী প্রতিভা দেবীকে। দীক্ষিত হন ব্রাহ্ম ধর্মে। ১৯১২-১৯২০ পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। দেশে পল্লী সমাজ ও শিল্প বিস্তারের পটভূমিকায় টেকনিক্যাল কলেজ স্থাপনে অগ্রণী ছিলেন।

রবীন্দ্র নাথ মৈত্র (১০.৭.১৯১৩-৩.৭.১৯৯৭): শীতলাই, চাটমোহর। পিতা জমিদার যোগেন্দ্র নাথ মৈত্র। মা সরলা। বিশিষ্ট চিত্র শিল্পী। কলকাতাবাসী। ভারতীয় কেন্দ্রিয় সরকার ও আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস এর যৌথ উদ্যোগে আমেরিক যুক্তরাষ্ট্রে যে প্রথম ভারতীয় চিত্র প্রদর্শনী হয় তার পরিচালনার দায়িত্ব ছিল তাঁরই। তেল বা জল রং ছাড়াও স্কেচ অংকনে পারদর্শী ছিলেন। উল্লেখ্য, প্রখ্যাত গায়ক কবি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তার অগ্রজ।

মণীন্দ্র রায় (৪.১০.১৯১৯-২৯.৮.২০০০): শীতলাই। পিতা শ্রীশ চন্দ্র রায়। মা সুভাষিনী দেবী। কলকাতার রিপন কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বিএ পাশের পর আকাশ বাণীতে যোগ দেন। তাঁর কবিতার প্রথম বই ত্রিশংকু (১৯৩৯)। শ্রেষ্ঠ কবিতা বেরোয় ১৯৭০ এ। পেশায় ছিলেন সাংবাদিক। কবি কৃতির জন্য অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। কবিতা গ্রন্থ ভিয়েতনাম, প্রেয়ের জন্য প্রভৃতি। আশুতোষ ও প্রথম চৌধুরী তাঁর মামা। ১৮৮৮ কলকাতার বেথুন স্কুল থেকে এন্ট্রাস এবং বেথুন কলেজ থেকে এফ.এ.ও.১৮৯২ খৃ. বি.এ.পাশ করেন। মধ্য প্রদেশের রায়পুরের এক আইনজীবী তারা দাস বন্দোপধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ১৮৯৫ খৃ. বিধবা হন। একমাত্র ছেলে ১৯০৬ খৃ. মারা গেলে কাব্য চর্চায় মন দেন। তিনি দুঃখবাদী কবি। তার লেখা বড় গল্প রেনুকা। কাব্যগ্রন্থ রেনু,তারা, অংশু, পত্র লেখা, চম্পা ও পাটল।

বৃন্দাবন বাগচী (৫.৮.১৯১৫-২১.৪.১৯৯৯) : চাটমোহরে জন্ম। পিতা বঙ্কিম চন্দ্র। খ্যাতনামা চিকিৎসক ও সাহিত্যিক। বিংশতি ভিত্তিক শিশু ও কিশোর সাহিত্য রচনার জন্য ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পুরস্কৃত হন ৪ বার। রচিত গ্রন্থ: মহাশূণ্যের ডায়েরি, চকালেট, এক ডোরে বাঁধা, বাদল দিনের রূপকথা, আঁধারের আলো, অসামাজিক, প্রণয় কথা, বিজ্ঞান ও শয়তান প্রভৃতি। তাঁর আয়ুর্বেদ মনোদর্শন বইটি চিকিৎসক মহলে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবি বিএস, কলকাতা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন থেকে ডি.টি.এম করেন। তিনি বারানসী আয়ুর্বিজ্ঞান সম্মিলনী থেকে মৌলিক নিবন্ধের জন্য আয়ুর্বেদ বিশারদ উপাধি লাভ করেন। **প্রসন্নময়ী দেবী (১৮৫৭-২৫.১১.১৯৩৯) :** হরিপুর পাবনা। পিতা দুর্গাদাস চৌধুরী। স্বামী কৃষ্ণ কুমার বাগচী। ১২ বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ ‘আধ আধ ভাষিণী’ প্রকাশিত হয়। তিনি মাতৃমন্দির, ভারতবর্ষ এবং মানসী ও মর্মবাণী পত্রিকার নিয়মিত লেখিকা ছিলেন। গদ্য রচনাতেও পারদর্শিণী ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় লেখা তাঁর উপন্যাস ‘অশোক’ : কাব্যগ্রন্থ বনলতা ও নীহারিকা। স্মৃতিচারণ গ্রন্থ পূর্বকথা, আর্ঘ্যবর্ত প্রভৃতি। উল্লেখ্য, প্রখ্যাত কবি প্রিয়মদা দেবী তাঁর মেয়ে। আশুতোষ চৌধুরী ও প্রথম চৌধুরী তার ছোট ভাই।

কৃষ্ণশ্রু নারায়ণ ভৌমিক (১৯০৮-১১.১.১৯৯১) : গুনাইগাছা চাটমোহর। পিতা কৃষ্ণ নারায়ণ। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী সমিতির সদস্য ও ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। সম্পাদিত পত্রিকা : ভোটরঙ্গ, দৈনিক বন্দে মাতরম, ধুমকেতু, বৈতালিক, মাতৃভূমি, স্বদেশ, দীপালী প্রভৃতি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্বদেশ পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন।

ননী মাধব চৌধুরী (২৮.১.১৮৯৮-৩.৪.১৯৭৪) : হরিপুর, চাটমোহর। বিশিষ্ট গবেষক। ইংরেজিতে এম.এ। রিপন কলেজে ১৪ বছর অধ্যাপনা। সবুজ পত্রের লেখক। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমিতে আটখন্ডের এক উপন্যাস লেখেন। ভারত বর্ষের আদিবাসী পরিচয় গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৭০) লাভ করেন।

কুমুদনাথ চৌধুরী (১২৬৯-১৩৪০ বঙ্গাব্দ) : হরিপুর। পেশায় তিনি ব্যারিস্টার ছিলেন। সুনাম অর্জন করেন শিকারী হিসেবে। রচিত গ্রন্থ: ঝিলে জঙ্গলে শিকার। বাঘের থাবায় তিনি মারা যান।

প্রমথ চৌধুরী (৭.৮.১৮৬৮-২.৯.১৯৪৬) : হরিপুর গ্রামের জমিদার বংশের সন্তান। তাঁর পিতা দুর্গা দাস। এই শৌখিন লেখক বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। রবীন্দ্র যুগে জন্মে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির উপরে প্রভাব বিস্তার করা প্রমথ চৌধুরীর জীবনে কম গৌরবের কথা নয়। তিনি কলকাতা হেয়ার স্কুল থেকে এন্ট্রাস (১৮৮৯) প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অনার্সসহ ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীতে এমএ পাশ করেন। ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে বিলাত যান। ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এসে কলকাতা হাটকোর্টে যোগদেন। তিনি ১৮৯৯ এ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ে ইন্দিরা দেবিকে বিয়ে করেন। ১৯১৪তে প্রকাশ করেন সবুজপত্র পত্রিকা। তাঁর গল্প গ্রন্থ চার ইয়ারি কথা (১৯১৬) প্রবন্ধ বীরবলের হালখাতা, (১৯১৭), রায়তের কথা (১৯২৬), ঘরে বাইরে (১৯৩৬) আত্মকথা (১৯৪৬) প্রভৃতি।

এ উপজেলায় আরও অনেক খ্যাতিমান রয়েছেন। তাদের মধ্যে পার্শ্বভাঙ্গার মোহিনী মোহন নন্দী, জগন্নাথ সরকার ও মাধবী লাল গৌস্বামী, খালিখার তারিণী কান্ত বিদ্যাবিধি, শীতলাইয়ের জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হরিপুরের রামতোষণ তর্কালঙ্কার, মাঝগ্রামের তারানাথ মজুমদার, গুয়াখড়ার শশীভূষণ মজুমদার, সালিখার শশীনাথ তর্কবাগীশ, গোবিন্দকান্ত বিদ্যাতৃষণ, পুকুরপাড় গ্রামের জানকীনাথ ন্যায় বাগীশ ও মুকুন্দরাম ন্যায় বাগীশ প্রমুখ।



বৃহস্পতিবার
১৪ মে ২০২৬



‘অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাহ্নত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সম্ভার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।’



সাহিত্য
বাংলাদেশ



আলোকচিত্রে শুভ নববর্ষ

১. রাজধানী ঢাকায় রমনার বটমূলে ছায়ানটের ‘এসো হে বৈশাখ’ অনুষ্ঠান
২. রাজধানী ঢাকায় চারুকলা অনুষদের বৈশাখী শোভাযাত্রা
৩. পাবনায় জেলা প্রশাসনের শোভাযাত্রা
৪. এডওয়ার্ড কলেজ ময়দানে রুচি’র বৈশাখী আয়োজন
৫. গণশিল্পী সংস্থার বৈশাখী অনুষ্ঠান
৬. পাবনা প্রেসক্লাবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
৭. জেলা শিল্পকলা একাডেমি পাবনার শোভাযাত্রা
৮. পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের শোভাযাত্রা





পাবনা প্রেসক্লাবের বর্ণাভ্যাত্রা

পাবনা প্রেসক্লাবের

প্রথম পৃষ্ঠার পর : শোভাযাত্রা বের করা হয়। বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে এই শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন ক্লাবের জীবন সদস্য ও স্কয়ার গ্রুপের অন্যতম পরিচালক অঞ্জন চৌধুরী পিটু এবং পাবনা সদর আসকের সংসদ সদস্য এডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস। ব্যান্ড পাটি এবং ব্যানার ফেস্টুনে সজ্জিত বর্ণাভ্যাত্রা এই শোভাযাত্রা শহরের মূল সড়ক ঘুরে প্রেসক্লাবে এসে শেষ হয়। এর আগের দিন কেককাটা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ক্লাবের সদস্য আখতারুজ্জামান আখতার। সম্পাদক জহুরুল ইসলামের সঞ্চালনায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি পাবনা জেলা পরিষদ প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম বিশু। আরও বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও প্রবীণ সাংবাদিক রবিউল ইসলাম রবি, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর শিবজিত নাগ, প্রবীণ সাংবাদিক আবদুল মতীন খান, প্রবীণ সাংবাদিক আবু বকর সিদ্দিকী, প্রবীণ সাংবাদিক হাবিবুর রহমান স্বপন, প্রবীণ সাংবাদিক ও সমাজ সংগঠক আবদুল মান্নান, প্রবীণ সাংবাদিক মোসতাসফা আরব সতেজ, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি এবিএম ফজলুর রহমান, কবি ও গবেষক মজিদ মাহমুদ, ক্লাবের সিনিয়র সহ সভাপতি হিফাত রহমান সনম, সাহিত্য সাংস্কৃতিক সম্পাদক ইয়াদ আলী মুখা পাভেল, সাবেক সম্পাদক আখিনুর ইসলাম রেমন, সাবেক সম্পাদক উৎপল মিজা, সাবেক সম্পাদক সৈকত আফরোজ আসাদ, সম্প্রীতি বাংলাদেশ-এর প্রকাশক-সম্পাদক ইয়াসমিন হোসেন প্রমুখ। এদিক বিকাল সাড়ে ৩টায় শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় প্রীতি সম্মিলন। এর উদ্বোধন করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা অঞ্জন চৌধুরী পিটু। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ভূমি মন্ত্রী মিজানুর রহমান মিনু এবং প্রধান বক্তা ছিলেন পাবনা সদর আসনের সংসদ সদস্য এডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি ছিলেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুল, পাবনা-২ আসনের সংসদ সদস্য একেএম সেলিম রেজা হাবিব, জেলা প্রশাসকের পক্ষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. মনিরুজ্জামান, জেলা পরিষদ প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম বিশু, পুলিশ সুপার আনোয়ার জাহিদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাবনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতার এবং সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন পাবনা প্রেসক্লাবের সম্পাদক জহুরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি রবিউল ইসলাম রবি, সাবেক সভাপতি প্রফেসর শিবজিত নাগ, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মাসুদ খন্দকার, প্রবীণ সাংবাদিক আবদুল মতীন খান, সিনিয়র সাংবাদিক হাবিবুর রহমান স্বপন, সাবেক সভাপতি এবিএম ফজলুর রহমান, ক্লাবের সিনিয়র সহ সভাপতি হিফাত রহমান সনম, সহ সভাপতি এস এম আলোউদ্দিন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক উৎপল মিজা, সৈকত আফরোজ আসাদ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আখিনুর ইসলাম রেমন ও সাহিত্য সাংস্কৃতিক সম্পাদক ইয়াদ আলী মুখা পাভেল। শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন ক্লাবের আশা প্রকাশ করেন ‘এডওয়ার্ড রিভিউ’ জার্নালটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে। প্রকাশনা উৎসবে এডওয়ার্ড কলেজের বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষক, সাংবাদিক এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

জনবল মিললেই সচল হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর : বিভাগে বন্ধ রয়েছে ১১টি স্টেশন। পাকশী বিভাগের ৮টি মেইল, ৭টি লোকাল ট্রেন এবং লালমনিরহাট বিভাগের ১১টি মেইল, কমিউটার ও ১৪টি লোকাল ট্রেন বন্ধ আছে। এছাড়া ঈশ্বরদী-ঢাকা রেলরুটের গুয়াখাড়া ও গফুরাবাদ স্টেশনটি দুই দশকের বেশি সময় ধরে বন্ধ রয়েছে। এই দুই স্টেশন চালনবিলাক এলাকায় অবস্থিত। চালনবিলাসহ আশপাশের কৃষিপণ্য ও মাছ এই দুই রেলস্টেশন দিয়ে পাঠানো হতো সারা দেশে। স্টেশন দুটি বন্ধ থাকায় বেদখল হয়ে গেছে রেল কর্মচারীদের বাসভবন, প্রাটফর্মসহ রেলের বিপুল সম্পত্তি। ফাটল দেখা দিয়েছে স্টেশন ভবনেও। স্থানীয়রা জানান, গুয়াখাড়া ও গফুরাবাদ স্টেশন বন্ধ থাকায় কৃষিপণ্য বিপণনসহ নানা কারণে এলাকার মানুষকে যেতে হচ্ছে দূরের স্টেশনে। এতে খরচ ও ভোগান্তি দুই-ই বেড়েছে। বিল ও বাঁওড়ে মাছের চাষ হয়, কিন্তু স্টেশনটি বন্ধ থাকায় সেই মাছ বিপণন করা কঠিন হয়ে পড়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, দীর্ঘদিন ধরেপশ্চিমাঞ্চল রেলের ৬৭টি স্টেশন বন্ধ থাকায় চরম ভোগান্তি পোহাচ্ছেন এ অঞ্চলের কয়েক লাখ যাত্রী। তাদের অভিযোগ, স্টেশন বন্ধ থাকায় ব্যাহত হচ্ছে কৃষি পণ্য বিপণন ও ব্যবসা বাণিজ্য। এ ছাড়া, দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত থাকায় বেদখল হচ্ছে স্টেশনের শত কোটি টাকার সম্পদ। পাকশী রেলওয়ে বিভাগের পরিবহন কর্মকর্তা হাসিনা বেগম এসব বিষয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের জানান, স্টেশন বন্ধের মূল কারণ হলো, জনবল সংকট। আর ট্রেন বন্ধ হয়েছে লোকোমোটিভ (ইঞ্জিন), বগি সংকট থাকায়। পাশাপাশি লোকবল সংকট রয়েছেই। এই সংকটগুলো দূর করা হলেই স্টেশনগুলো চালু ও ট্রেন চলাচল শুরু হতে পারে।



গত ১২ এপ্রিল ঐতিহ্যবাহী পাবনা প্রেসক্লাবের তৃতীয়তলায় দ্বিতীয় অডিটোরিয়াম নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন পাবনা জেলা পরিষদ প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম বিশু



প্রীতি সম্মিলন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি ভূমি মন্ত্রী মিজানুর রহমান মিনু (উপরে), এবং (নিচে) উৎসবমুখর কেককাটা অনুষ্ঠান



গবেষণাই শিক্ষা

শেষের পৃষ্ঠার পর : এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর লুৎফর রহমান। তিনি জার্নালটির সম্পাদনা পর্ষদ ও সংশ্লিষ্ট সকল গবেষকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমাদের লক্ষ্য এই প্রতিষ্ঠানকে একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা কেন্দ্রে রূপান্তর করা। এই জার্নালটি নিয়মিত প্রকাশের মাধ্যমে আমরা জ্ঞানচর্চায় পাবনাকে আরও সমৃদ্ধ করতে চাই। অন্যান্যদের মধ্যে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন এডওয়ার্ড কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর আবদুল্লাহ আল মামুন এবং স্বাগত বক্তব্য দেন রসায়ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ডক্টর প্রদীপ কুমার দত্ত। বক্তারা আশা প্রকাশ করেন ‘এডওয়ার্ড রিভিউ’ জার্নালটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে। প্রকাশনা উৎসবে এডওয়ার্ড কলেজের বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষক, সাংবাদিক এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।



শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজকে গত ২২ এপ্রিল সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার

বিদ্যালয় গ্রুপে বিভাগীয় শ্রেষ্ঠ পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ রাজশাহী বিভাগের বিদ্যালয় গ্রুপে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সফলতার পর বিভাগীয় পর্যায়েও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে প্রতিষ্ঠানটি এই গৌরব অর্জন করেছে। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ উপজেলা পর্যায়ে ১৯টি এবং জেলা পর্যায়ে ৭টি ইভেন্টে প্রথম স্থান লাভ করে। পরবর্তীতে বিভাগীয় পর্যায়ে রাজশাহী বিভাগের বিদ্যালয় গ্রুপে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত হয়। বিভাগীয় পর্যায়ের বিজয়ীদের সম্মাননা স্মারক প্রদান অনুষ্ঠান গত ২২ এপ্রিল রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার ড. আন ম. বজলুর রশীদ। পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের পক্ষে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন প্রতিষ্ঠানের সহকারী প্রধান শিক্ষক মাহমুদুল হক আলোউদ্দিন। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ প্রফেসর শিবজিত কুমার নাগ এ সাফল্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

নাব্য ফেরাতে ড্রেজিং জরুরি

অর্ধ শতাব্দিক নদী পানি শূন্যতায়

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

প্রতিবারের মতো এবারও চলতি খরা মৌসুমে নদ-নদীর পানি শূন্যতা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। পাবনার প্রধান দুই নদী পদ্মা ও যমুনার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন শাখা নদী এখন অনেকটাই বালুচরে রূপ নিয়েছে। এ অঞ্চলের অন্তত অর্ধ শতাব্দিক নদ-নদীতে এই দশা হয়েছে।

বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্যানুযায়ী, পদ্মা, মধুমতি, নবগঙ্গা, কাজলা, আত্রাই, চিকনাই, কুমারসহ প্রায় ৪৫টি শাখা নদীর বুকে ছোট-বড় অসংখ্য চর জেগে উঠেছে। পাবনায় পদ্মা নদীর অনেক স্থানে পলি ও বালি জমে নদী ভরাট হয়ে চর জেগে উঠেছে। পদ্মায় পানি প্রবাহও এখন একেবারেই কম। স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, নদীর অনেক স্থানে পায়ে হেঁটে এবং ঘোড়ার গাড়িতে করে নদী পারাপার চলছে। জিকে প্রজেক্টও অকার্যকর হয়ে পড়েছে। পাকশী হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে পানি শুকিয়ে যাচ্ছে। এখন হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ও লালন শাহ ব্রিজের নিচে কৃষকরা বিভিন্ন ফসল আবাদ করছেন। একটি সূত্র জানিয়েছে, পাবনার ভেতর দিয়ে পদ্মার শাখা নদী হিসেবে মরা পদ্মা, হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে মূল পদ্মা, গড়াই এবং চাটমোহরের বড়াল, ছোট যমুনা, পূনর্ভবা, আত্রাই, ইছামতি এখন পানিশূন্য। যদিও কোথাও কোথাও সামান্য বা হাঁটু পানির অস্তিত্ব মিলছে। এছাড়া তিস্তা নদীতে পানি না থাকায় এবং ব্রহ্মপুত্র নদে পানির টান পড়ায় যমুনা নদীতেও তার প্রভাব পড়েছে। এ পরিস্থিতিতে কাজিরহাট-আরিচা-বাঘাবাড়ি নৌপথে যমুনার বুক জুড়ে অসংখ্য চর জেগে উঠেছে। এতেকরে লক্ষ, স্টিমার এবং ফেরী চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। নদীর নাব্য কমে যাওয়ায় জ্বালানী তেল ও অন্যান্য পণ্যবাহী কার্গোজাহাজগুলোকে অর্ধেক লোড নিয়ে বাঘাবাড়ি বন্দরে যেতে হচ্ছে। পাবনা পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, পদ্মার তলদেশে ওপরে উঠে এসেছে। পানি স্বল্পতার কারণে এ অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য হুমকীর মুখে পড়েছে। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, নদী কেন্দ্রিক পরিকল্পনার অভাবে পলি পড়ে নদী ভরাট হচ্ছে। ফলে সংযুক্ত নদ-নদীগুলো পানিশূন্যতায় ভুগছে। এই সঙ্কট বা নদ-নদীর নাব্য ফেরাতে নিয়মিত ও পরিকল্পিত ড্রেজিং কাজ অব্যাহত রাখা জরুরি। এইসঙ্গে নদীগুলো খননের মাধ্যমে পানি সংরক্ষণও জরুরি। এরসঙ্গে উজান থেকে পানির প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপও প্রয়োজন। সূত্র মতে, শুকনো মৌসুমে জরুরি সরকারকে এ ব্যাপারে আগে থেকেই বিশেষ চিন্তা-ভাবনা করা এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।



চরগড়গড়ির চরনিকেতন কাব্য মঞ্চের অনুষ্ঠানে রাজনীতিবিদ হাবিবুর রহমান হাবিব, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম বিপ্লব, কবি মজিদ মাহমুদ, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লিটন ঢালী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শরিফুল ইসলাম, পাবনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতারসহ কবি-সাহিত্যিকরা

দেশ-বিদেশের শতাব্দিক কবির উপস্থিতিতে চরনিকেতন কাব্যমঞ্চের সাহিত্য উৎসব

■ আখতারুজ্জামান আখতার

পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার চরগড়গড়ির চরনিকেতনে 'চরনিকেতন কাব্যমঞ্চ'-এর আয়োজনে ১ থেকে ৩ বৈশাখ ১৪৩৩ 'চরনিকেতন বৈশাখী সাহিত্য উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বর্ণাঢ্য আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন দেশ-বিদেশের শতাব্দিক কবি, লেখক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, প্রকাশক ও সমাজকর্মী। উৎসবের কর্মসূচির মধ্যে ছিল বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা, বৈশাখী ভোজন, লাঠিখেলা, বৈশাখী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বাউল সঙ্গীত, দেশাত্মবোধক গান, নববর্ষ বক্তৃতা, আবৃত্তি, কবিকণ্ঠে কবিতাপাঠ এবং বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সেমিনার। শেষ দিনে এই উৎসবের প্রবর্তক কবি মজিদ মাহমুদের ৬০

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

পাবনা-সিরাজগঞ্জ নারী আসনে এমপি হলেন চাটমোহরের আরিফা সুলতানা

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

সংরক্ষিত নারী আসনের (পাবনা-সিরাজগঞ্জ) সংসদ সদস্য পদে বিএনপি থেকে এমপি হলেন চাটমোহর উপজেলার মেয়ে নারী নেত্রী অ্যাডভোকেট আরিফা সুলতানা রুমা। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য বিএনপি ও জোটের পক্ষ থেকে যে ৩৬ জনকে দলের চূড়ান্ত মনোনয়ন দেয় রুমা তাদের মধ্যে একজন। আরিফা সুলতানা রুমা ইডেন মহিলা কলেজ ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন। এছাড়া তিনি ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি চাটমোহর পৌর সদরের অফ্রাতপাড়া মহল্লার বাসিন্দা প্রয়াত বিএনপি নেতা আক্বাস আলী মাস্টারের মেয়ে। চার ভাই ও দুই বোনের মধ্যে রুমা চতুর্থ। তিনি সংসদে গিয়ে এলাকার মানুষের কথা তুলে ধরবেন বলে আশা করছেন



আরিফা সুলতানা রুমা

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

এডওয়ার্ড রিভিউ-এর মোড়ক উন্মোচন



'এডওয়ার্ড রিভিউ' হাতে প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য শিক্ষাবিদরা



প্রকাশনা উৎসবে বক্তব্য দেন প্রধান অতিথি ড. অরুণ কুমার বসাক



অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিশেষ অতিথি ড. অনিমা বোস

গবেষণাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাণ

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন বিদ্যাপীঠ সরকারি এডওয়ার্ড কলেজে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে বহুজাতীয় গবেষণা জার্নাল 'এডওয়ার্ড রিভিউ'-এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। গত ১৬ এপ্রিল দুপুরে শহীদ আবদুস সাত্তার মিলনায়তনে আয়োজিত এই প্রকাশনা উৎসবে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী ও এমিরেটাস অধ্যাপক ড. অরুণ কুমার বসাক। অনুষ্ঠানে ড. অরুণ কুমার বলেন, একটি মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাণ হলো গবেষণা। কেবল পাঠ্যবইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এডওয়ার্ড কলেজ 'এডওয়ার্ড রিভিউ' প্রকাশের মধ্যদিয়ে সেই গবেষণার পথকে আরও প্রশস্ত করেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্যদের মধ্যে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন ডিপার্টমেন্ট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি, কোলন কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্স ইউনিভার্সিটি অফ হাইজস্টোন ইউএস-এর সহযোগী অধ্যাপক ড. অনিমা বোস এবং শহীদ বুলবুল সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ও এডওয়ার্ড কলেজের গণিত বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক শিবজিত নাগ। উৎসব অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সরকারি

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

Call for appointment
+880 1313 542211

CARE YOU CAN TRUST

Services we provide

- Dental Implants
- Root Canal Treatment
- Treatment of Oral Cancer
- Dental Extraction
- Tooth Colored Filling
- Scaling & Polishing
- Fixation of Jaw Fracture
- TM Joint Dysfunction

Why choose us?

- Highest Measure for Sterilization
- Modern State of Art Equipment
- Comprehensive Consultation & Treatment Plan
- Exact Costing Plan Before Even Starting the Procedure.

DR. MAUSUMI IQBAL
IN-HOUSE MAXILLOFACIAL SURGEON
BMDG reg no. 3395

DR. MEZBAH UL AZEEZ
IN-HOUSE PERIODONTOLIST
BMDG reg no. 3606

Scan here

Address
14/1, Mirpur Road BTI Emporium
4th Floor Shyamoli, Dhaka
Bangladesh

Clinic hours
Saturday to Thursday
12:30 pm to 8:00 pm
(Closed on Fridays and Govt Holiday)

tooth care
লুথ কেয়ার

এস.বি ০০০/৫৩